গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ পরবর্তী
মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
জুন ২০১৬

Cover Back
White

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
জুন ২০১৬

দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬

প্রকাশক:
মো. শাহ্ কামাল
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন : ৮৮ ০২ ৯৫৪০৮৭৭
ই-মেইল : secretary@modmr.gov.bd
info@modmr.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.modmr.gov.bd

সম্পাদনায়:
মো. কামরুল হাসান
যুগ্মসচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-১
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

রোকসানা জাহান
প্রটেকশন অফিসার,
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি, বাংলাদেশ

কারিগরি সহযোগিতায়:
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশের তারিখ:
জুন, ২০১৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের
স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.৯৮.০২৮.১৪.১৮৬
তারিখ: ২৮.০৬.২০১৬ খিষ্টাব্দ।

মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ হলেও দুর্যোগ মোকাবেলায় অনন্য। এ দেশের মানুষকে প্রতিনিয়ত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, বজ্রপাত, ফ্লাশফ্লাড, ভূমিধস, জলাবদ্ধতা, খরা, অগ্নিকাণ্ড, জলযানডুবি ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র Hydro-Meteorological দুর্যোগের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুর্যোগের ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সংঘটিত ৭.৮ মাত্রার নেপাল ভূমিকম্প এবং ৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সংঘটিত ৬.৭ মাত্রার মণিপুর ভূমিকম্প বাংলাদেশকে বড় ধরণের ঝাঁকুনি দেয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশ ভূমিকম্পেরও ঝুঁকিতে রয়েছে।

যে কোনো মাঝারি ও বড় ধরনের দুর্যোগে জীবনহানি ঘটে। মানুষের মৃত্যু চিরন্তন। কিন্তু অপরিণত বয়সে অস্বাভাবিক মৃত্যু দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কষ্টকে বাড়িয়ে তোলে। প্রতিটি মৃতদেহকে সম্মানের সাথে সৎকার করা সকল ধর্মের বিধান। তাই দুর্যোগ পরবর্তী সকল মৃতদেহ উদ্ধার করে তাঁর নিকটাত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর ও সৎকারে সহযোগিতা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সঠিক পদ্ধতিতে পালন করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬' প্রণয়ন করেছে।

এ নির্দেশিকাটি মূলত International Committee for Red Cross (ICRC) প্রণীত "Management of Dead Bodies after Disasters ঃ A Field Manual for First Responders" এর বর্ধিত সংস্করণ। দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি তৈরিতে ICRC-এর Guidelines ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করার সম্মতি প্রদান করায় ICRC কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান সমন্বয় করে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি) জনাব মো. কামরুল হাসান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ কাজে তাকে ICRC, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সকল কর্মকর্তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অন্য সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা মূল্যবান মতামত ও তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা প্রদান করেছে। আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সফল বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

আমি আশা করছি, যে কোনো দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় দেশের সর্বত্র এ নির্দেশিকাটি ব্যবহৃত হবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা, ব্যক্তি ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এ থেকে উপকৃত হবে।

আমি দুর্যোগের ফলে মৃত ব্যক্তিগণের মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় এ নির্দেশিকাটির আন্তরিক অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, এমপি
মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ২(১১) ধারায় দুর্যোগকে প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা এবং তা মোকাবেলায় আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর সামর্থের সীমাবদ্ধতার বিবেচনায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট কোন অস্বাভাবিক ঘটনা যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা এমন ক্ষতিসাধন করে, যা মোকাবেলায় আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠী সমর্থ নয় বরং এর জন্য বাইরের সহায়তা প্রয়োজন-তাই দুর্যোগ। সঙ্গত কারণেই উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়। দুর্যোগের আর্থিক ক্ষতি ও জীবনহানি পরিসংখ্যানের আলোকে বোঝা সহজ, কিন্তু এর দ্বারা যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধিত হয় তার গভীরতা অনুধাবনের বিষয়। দুর্যোগজনিত আর্থিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিকসহ সকল ধরণের ক্ষতি প্রশমনে বর্তমান সরকার জনগণকে সহায়তার অঙ্গীকার নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সুসমন্বিতভাবে সম্প্রসারণ করতে চায়।

দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের ধারাবাহিক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে আমরা দেখছি যে, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'কোমেনে' প্রাণহানির সংখ্যা এক। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা ও প্রত্যয় এই যে, ''দুর্যোগে আর নয় কোনো প্রাণহানি''। এ লক্ষ্যেই আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তারপরও অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ বলেই উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের সম্প্রসারিত ব্যবস্থা হিসাবে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি প্রশমনে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

দেশে বিদ্যমান আইন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব বিবেচনায়ও মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সুস্পষ্ট একটি নির্দেশিকার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-১৫, মানবিক সহায়তা কর্মসূচি নির্দেশিকা-২০১২-১৩, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়নসহ বেশ কিছু কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি করছে যা দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিকাঠামোকে একটি দৃঢ় ভিত্তি দান করেছে। বর্তমানের নির্দেশিকাটি প্রণয়নের মাধ্যমে সেন্দাই কর্মকাঠামোতে বর্ণিত আরো একটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

মূলত দ্রুত মৃতদেহ উদ্ধার, শনাক্তকরণ, হস্তান্তর, যথাযথ সৎকারের জন্য সঠিক ও উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ এবং মৃত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য সংরক্ষণ (Data-base)-এর উদ্দেশ্যে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার ও শনাক্তকরণেও পরোক্ষভাবে সহায়তা করবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থার মতামত ও সহযোগিতা নিয়ে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে সকলে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি এ নির্দেশিকার সফল বাস্তবায়ন আশা করছি।

মোঃ শাহ্ কামাল
সচিব

Message

The professional management of the dead is essential to safeguarding the dignity of deceased victims, contributing to restoring their identities, returning them to their families, ensuring respectful disposition of their remains, and helping to reduce the suffering of communities traumatized by disaster events. The proper management of the dead may also contribute to reducing the number of missing persons. All victims deceased from disasters, both natural and man-made, require professional and dignified management, regardless of whether they are known or unknown victims and whether or not they are being sought by their families. The requirements for the management of the dead from disasters may be additional to, or slightly different from, those for the "day-to-day" management of the deceased. The dignified management of the dead requires a comprehensive system with a robust legal framework, clearly outlined and agreed procedures for all concerned actors, and technical capacity in all relevant fields of expertise. The ICRC works with governmental authorities and other local structures in many places around the world to support development of relevant programs and build sustainable local capacities to help ensure that the dead from disasters can be professionally managed in a dignified manner.

The ICRC commends the Ministry of Disaster Management and Relief, the Government of Bangladesh in the development of these Guidelines on the Management of the Dead from Disasters. These guidelines serve as a crucial first step in developing a comprehensive plan for the country and clearly set forth a path for proper planning and coordination. The ICRC looks forward to working further with the Ministry and other actors in Bangladesh on the dignified management of the dead and hopes all actors involved in the management of the dead will take up the charge of adequate preparation for, and correct implementation of, the procedures set forth in these guidelines and making them standard practice in Bangladesh for the sake of the deceased, their families and society.

Christine Cipolla
Head of Delegation
International Committee of the Red Cross (ICRC)
House 72, Road 18, Block J
Banani, Dhaka 1213, Bangladesh

মো. কামরুল হাসান
যুগ্মসচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রনালয়

কার্যনির্বাহী সংক্ষিপ্তসার

পদ্মা, যমুনা, বক্ষপুত্র ও মেঘনা নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশ। ছোট্ট এ দেশটির উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এদেশে প্রায়শই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ফ্লাশফ্লাড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, জলযানডুবি, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস, ভবনধস, কাল-বৈশাখী, টর্নেডো, বজ্রপাত, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগের ঘটনা ঘটে। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ৫ লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১,৩৮,৮৮২ জন, ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে (সিডর) ৪,২৭৫ জন, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে (আইলা) ১৯০ জন, ২০১৩ সালের ঘূর্ণিঝড় (মহাসেনে) ১৭ জন, ২০১১ সালে 'তাজরীন ফ্যাশন' নামক গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১১৭ জন এবং 'রানাপ্লাজা' ভবনধসে ১১৩৫ জন মানুষ মারা যায়। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে। দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে ভূমিকম্পের ঝুঁকিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় মাঝারি থেকে বড় ধরনের প্রায় প্রতিটি দুর্যোগেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সৃষ্ট মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা সরকারের আবশ্যকীয় একটি দায়িত্ব। এ জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাঠামো এবং মৃতদেহ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য আইন-কানুন সমন্বয় করে নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো-

ক. দুর্যোগে সৃষ্ট মৃতদেহ দ্রুত উদ্ধার, শনাক্তকরণ, হস্তান্তর, যথাযথ সৎকার করাসহ যাবতীয় কার্যক্রম যতদূর সম্ভব সঠিক ও যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করা;
খ. দুর্যোগের পর যারা বেঁচে থাকে তাদের কষ্ট, উৎকণ্ঠা ও মানসিক চাপ সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; এবং
গ. দুর্যোগে মৃত মানুষের হিসাব স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মৃত ব্যক্তিদের ডাটা বেজ (Data-base) এবং ডকুমেন্টস্ তৈরি করা।

২। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং ইউএস আর্মির যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Disaster Response Exercise and Exchange (DREE-14)-এর কর্মশালায় ICRC প্রণীত Management of Dead Bodies after Disasters বা উপস্থাপনাটি আমার গোচরে আসে। তখনই তা বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা Framework হিসাবে ব্যবহার এবং বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সাথে সমন্বয় করে সরকারিভাবে বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করার প্রস্তাব করি। Ms Christine Cipolla, Head of Delegation, of International Committee of the Red Cross (ICRC) তাৎক্ষণিকভাবে সম্মতি দিয়ে সকল কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে জানুয়ারি ২০১৫ মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ICRC-র যৌথ উদ্যোগে কর্মশালা করে বিভিন্ন সেক্টরের মতামত গ্রহণপূর্বক খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন চলক (Drivers) এর সাথে সমন্বয় করে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে ১৩টি অধ্যায় এবং ৭টি পরিশিষ্ট রয়েছে।

৩। দুর্যোগের ধরন ও জীবনহানির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এ কাজগুলো সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এ নির্দেশিকায় সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য গঠিত 'ওয়ার্ড মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কমিটি' নিজ নিজ এলাকায় স্থাপিত DMIC

বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয় করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠিত DMIC থেকে জাতীয় পর্যায়ের উদ্ধার ও মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজ সমন্বয় করতে হবে। জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে বুলেটিন প্রচার করতে হবে। দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সরাসরি ৪ ধরনের দল (Team) কাজ করবে-

ক. মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল: মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার করে 'মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে' পৌঁছে দেবে;

খ. মৃতদেহের তথ্য ব্যবস্থাপনা দল : মৃতদেহের ছবি তুলবে, যতদুর সম্ভব মৃতদেহের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করবে;

গ. মৃতদেহ শনাক্ত ও হস্তান্তরকারী দল : উপযুক্ত প্রমাণকের ভিত্তিতে শনাক্ত ও মৃতের নিকটাত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করবে;

ঘ. মৃতদেহ সৎকারকারী দল : যথাযথ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে অবশিষ্ট মৃতদেহ/ মৃতদেহগুলো (যেগুলো শনাক্তকরণ বা/এবং হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি) গোসল, কাফন ইত্যাদি কাজ সম্পন্নের পর সাময়িক সংরক্ষণ কিংবা সৎকারের ব্যবস্থা করবে।

৪। সাধারণত দুর্যোগে সৃষ্ট মৃতদেহ দ্বারা রোগ সংক্রমণ কিংবা মহামারি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। তবে গলিত ও পঁচা মৃতদেহ পানিকে দূষিত করতে পারে। তাই দুর্যোগের পর আক্রান্ত এলাকার নদী, খাল, জলাশয় ইত্যাদিতে যেখানে মৃতদেহ পাওয়া যাবে ঐ সকল এলাকার পানি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই পানি ফুটিয়ে পান ও ব্যবহার করতে হবে। মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে অতিরিক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতি মেনে চলতে হবে। মহামারি সম্ভাবনার গুজব কর্তৃপক্ষের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন- একসাথে দ্রুত গণকবর, তথাকথিত জীবাণুনাশক ছিটানো ইত্যাদি) করতে বাধ্য করে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত অব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য আইনি জটিলতা ছাড়াও মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়ে তোলে। তাই গুজব থেকে রক্ষার্থে সকলকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৫। বাংলাদেশের সংস্কৃতি অনুযায়ী যেকোনো দুর্যোগের পর পরই বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ব্যক্তির স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণে উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়। এ কাজটি সহজে, সঠিক ও সুন্দরভাবে করার জন্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পূর্ব থেকেই কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করে তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলতে হবে। উদ্ধার কার্যক্রম ও মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে এবং এ কাজের জন্য উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের মজুদ গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগে সৃষ্ট মৃতদেহ অবশ্যই দেহবহনকারী ব্যাগে রাখতে হবে। ব্যাগ পাওয়া না গেলে কাপড়, বিছানার চাদর, চাটাই অথবা অন্য কিছু যা স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় তা ব্যবহার করতে হবে। শরীরের বিচ্ছিন্ন অংশ (যেমন-পা, হাত) আলাদা একটি পূর্ণাঙ্গ মৃতদেহ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। উদ্ধারকারী দল কোনভাবেই উদ্ধারের স্থানে বিচ্ছিন্ন অংশ কোনো দেহের সাথে মেলাতে যাবেন না। মৃতদেহটি কোথায়, কখন (তারিখসহ) পাওয়া গেছে সে সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ রাখতে হবে, যা শনাক্তকরণে সহায়তা করবে। মৃতদেহের সাথে থাকা ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি, অলংকার এবং অন্য কোন প্রমাণাদি সংশ্লিষ্ট দেহ থেকে আলাদা করা যাবে না। শুধু শনাক্তকরণ পর্যায়ে তা করা যাবে। মৃতদেহ উদ্ধারকারী দল অবশ্যই সুরক্ষিত উপকরণ যেমন গ্লাভস, হেলমেট, রবারের গামবুট ব্যবহার করবেন। উদ্ধারকারী দলকে প্রয়োজনে চিকিৎসা সুবিধা দিতে হবে। উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের মানসিক চাপ মোকাবেলায় দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় চিকিৎসক কর্তৃক সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

৬। দুর্যোগে সৃষ্ট মৃতদেহ এবং নিখোঁজ ব্যক্তির তথ্য জানা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ধর্মীয় এবং আইনগত অধিকার। এটা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় এবং Desegregated Data তৈরির কাজ শক্তিশালীকরণের জন্য দুর্যোগে মৃত্যুর ঘটনা নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রতিটি মৃতব্যক্তি ও নিখোঁজ ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। তথ্য যাতে না হারায় এবং প্রমাণাদি সহজেই পাওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করতে একটি স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রতিটি মৃতদেহ বা মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশেরই ক্রমানুসারে একটি মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর সংযুক্ত করতে হবে। মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরটি পানিরোধক লেবেলের উপর লিখতে হবে। তারপর সাবধানে মৃতদেহ বা দেহের বিচ্ছিন্ন অংশের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। একই মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর দেয়া আরেকটি পানিরোধক লেবেল মৃতদেহ সংরক্ষণ করার পাত্রে লাগিয়ে দিতে হবে।

৭। উদ্ধারকৃত প্রতিটি মৃতদেহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য (ছবি, শারীরিক বর্ণনা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি) এবং যারা নিখোঁজ বা মৃত বলে ধরে নেয়া হয় সেই সকল ব্যক্তির প্রাপ্ত তথ্যের সাথে মিলিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করতে হবে। যদি ভিজ্যুয়াল বা ছবির সাহায্যে শনাক্তকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে বা ছবি তোলা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে ফরেনসিক (ময়নাতদন্ত, আংগুলের ছাপ, দাঁত পরীক্ষা, ডিএনএ ইত্যাদি) পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে মৃতদেহ শনাক্ত করতে হবে। শিশু কিংবা নাবালকের দ্বারা সনাক্ত করা সমীচীন হবে না। ক্রস চেকের মাধ্যমে শনাক্তকৃত মৃতদেহ তাঁর নিকটাত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। অশনাক্ত মৃতদেহ সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবার শোকে আচ্ছন্ন থাকে। মানসিকভাবেও তাঁরা পর্যুদস্ত অবস্থায় থাকে। তাঁদের এ মানসিক চাপ লাঘব করার জন্য প্রতিটি মৃতদেহ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে শনাক্ত, হস্তান্তর, সৎকার ইত্যাদি কাজে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৯। এ নির্দেশিকাটি প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিবসহ সকল কর্মকর্তা, ICRC কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার দেয়া মূল্যবান তথ্য ও মতামত এবং সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

১০। এ নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্ধারকর্মী, দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, স্কাউটস, যুবরেডক্রস, এনজিওকর্মী, ডাক্তার, সেবিকা, সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কর্তৃপক্ষকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি বিনীত অনুরোধ করছি।

১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৭৬ এর আওতায় প্রণীত Allocation of Business for the Ministry of Disaster Management and Relief অনুযায়ী বাংলাদেশে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এ দায়িত্বের অংশ হিসাবে 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬' টিও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি 'চলক' (Driver) হিসাবে গণ্য হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে এ নির্দেশিকাটি প্রকাশ করা হলো এবং এটি সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে।

মো. কামরুল হাসান
যুগ্মসচিব

সূচিপত্র

নং	অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	অধ্যায়-১	ভূমিকা	০১
২.	অধ্যায়-২	ব্যক্তি ও সংস্থার দায়দায়িত্ব	০৩
৩.	অধ্যায়-৩	সংক্রমিত রোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১২
৪.	অধ্যায়-৪	মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার	১৪
৫.	অধ্যায়-৫	মৃতদেহের তথ্য ব্যবস্থাপনা	১৭
৬.	অধ্যায়-৬	মৃতদেহ শনাক্তকরণ	১৯
৭.	অধ্যায়-৭	মৃতদেহ হস্তান্তর	২৫
৮.	অধ্যায়-৮	মৃতদেহ সাময়িক সংরক্ষণ	২৬
৯.	অধ্যায়-৯	মৃতদেহ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ	২৮
১০.	অধ্যায়-১০	মৃতদেহ বিষয়ে গণযোগাযোগ এবং গণমাধ্যম	৩১
১১.	অধ্যায়-১১	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং আত্মীয়দের প্রতি সহযোগিতা	৩৩
১২.	অধ্যায়-১২	বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব ও করণীয়	৩৫
১৩.	অধ্যায়-১৩	বিবিধ	৩৭
১৪.	পরিশিষ্ট-১	মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম	৩৯
১৫.	পরিশিষ্ট-২	নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম	৪৩
১৬.	পরিশিষ্ট-৩	মৌলিক তথ্যের জন্য আনুক্রমিক নম্বরসমূহ	৪৮
১৭.	পরিশিষ্ট-৪	বডি ইনভেনটরি সীট বা পরিসংখ্যান বিবরণী	৪৯
১৮.	পরিশিষ্ট-৫	দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ উদ্ধার এবং নিখোঁজ ব্যক্তির প্রতিবেদন	৫০
১৯.	পরিশিষ্ট-৬	সহায়ক গ্রন্থ এবং প্রকাশনাসমূহ	৫১
২০.	পরিশিষ্ট-৭	নির্দেশিকাটির তথ্য উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ	৫২

অধ্যায়-১

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

১.১.১ সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এ বাংলাদেশ। দ্রুত বর্ধনশীল ব-দ্বীপ প্রধান দেশটি প্রধানত পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত। এ দেশে রয়েছে পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন। এ বনে পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চিত্রা হরিণের বাস। এ দেশে আছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমুদ সৈকত কক্সবাজার। এ দেশের প্রকৃতির রূপ বড় বিচিত্র। আমাদের মাতৃভূমি তার অপরূপ ঐশ্বর্য ও সম্পদে অনন্য। অথচ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমগ্র বিশ্বের ন্যায় এ দেশেও দুর্যোগের আধিক্য এবং মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগের ঝুঁকিও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারি প্রভাব মোকাবেলায় অবদান রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের "চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ" (Champions of the Earth) পুরস্কার পেয়েছেন।

১.১.২ সময়ের সাথে সাথে দুর্যোগের ধরনও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলযানডুবি, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস, ভবনধস, নদীভাঙ্গন, বজ্রপাত ইত্যাদি এদেশের উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ[1]। আবার দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ সব দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

১.১.৩ ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৫ লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১,৩৮,৮৮২ জন, ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে (সিডর) ৪,২৭৫ জন, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে (আইলা) ১৯০ জন, ২০১১ সালে তাজরীন ফ্যাশন নামক গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১১৭ জন, ২০১৩ সালের ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' এ ১৭ জন এবং রানা প্লাজা ভবনধসে ১১৩৫ জন মানুষ মারা যায়। ২০১৫ সালে ঘূর্ণিঝড় 'কোমেন'-এ ১ জন মারা গেলেও ২০১৬ সালের ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে মৃতের সংখ্যা ২৭। উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, মাঝারি থেকে বড় ধরনের প্রায় প্রতিটি দুর্যোগেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। এ সব দুর্যোগের অব্যবহিত পরে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের পাশাপাশি মৃতদেহ[2] ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও প্রধান ও জটিল ইস্যু হয়ে দেখা দেয়।

---

1. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-এর ধারা-২(১১) অনুযায়ী ''দুর্যোগ (Disaster)'' অর্থ প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নিম্নবর্ণিত যেকোনো ঘটনা, যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার গবাদি পশু, পাখি ও মৎস্যসহ জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সম্পদ, সম্পত্তি ও পরিবেশের এইরূপ ক্ষতি সাধন করে অথবা এইরূপ মাত্রায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যা মোকাবেলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যা মোকাবেলার জন্য ত্রাণ এবং বাইরের যেকোনো প্রকারের সহায়তা প্রয়োজন হয়, যথা:-
   (অ) ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অস্বাভাবিক জোয়ার, ভূমিকম্প, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, উপকূল ভাঙ্গন, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ, ভবনধস, ভূমিধস, পাহাড়ধস, পাহাড়ী ঢল, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত, তাপদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি;
   (আ) বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, জলযানডুবি, বড় ধরণের ট্রেন ও সড়ক দুর্ঘটনা, রাসায়নিক ও পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা, জ্বালানী তেল বা গ্যাস নিঃসরণ অথবা গণবিধ্বংসী কোন ঘটনা;
   (ই) মহামারী সৃষ্টিকারী ব্যাধি, যেমন প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ডফ্লু, এনথ্রাক্স, ডায়রিয়া, কলেরা, ইত্যাদি;
   (ঈ) ক্ষতিকর অণুজীব, বিষাক্ত পদার্থ এবং প্রাণসক্রিয় বস্তুর সংক্রমণসহ জৈব উদ্ভূত বা জৈবিক সংক্রামক দ্বারা সংক্রমণ;
   (উ) অত্যাবশ্যকীয় সেবা বা দুর্যোগ প্রতিরোধ অবকাঠামোর অকার্যকারিতা বা ক্ষতিসাধন; এবং
   (ঊ) ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টিকারী কোন অস্বাভাবিক ঘটনা বা দৈব দুর্বিপাক।
2. মৃতদেহ বলতে মূলত যে কোন দুর্যোগে মৃত্যুবরণকারী মানুষের মরদেহ বা একটি মৃতদেহের অংশবিশেষকে বুঝাবে। তবে দুর্যোগের পর মানুষের মরদেহের পাশাপাশি গৃহপালিত পশু-পাখি এবং বন্য প্রাণির মরদেহও এই নির্দেশিকার আলোকে নিষ্পত্তি করতে হবে।

১.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত কাঠামোসমূহ

১.২.১ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) এর উদ্যোগে গৃহীত Yokohama Strategy for Safer World 1995-2005, Hyogo Framework for Action 2005-15 এবং Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে নীতি কাঠামো তৈরি করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা ২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ এবং উত্তম চর্চার ভিত্তিতে আপদ ভিত্তিক নির্দেশিকা ও কন্টিনজেন্সি প্লান প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা কার্যক্রম অতি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করছে। আমাদের এ কার্যক্রম বিশ্বে প্রশংসিত ও রোল মডেল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এগুলো বিবেচনায় নিয়েও আমাদের এখনো ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আরও অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে।

১.২.২ স্থানীয় কমিউনিটির ব্যবহারের পাশাপাশি এ নির্দেশিকাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, র‍্যাব, পুলিশ, কোস্টগার্ড, বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ, স্বেচ্ছাসেবক, স্কাউটস্, এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা যাতে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চলকের (Drivers) সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি ভবিষ্যতে Incident Management System (IMS) এবং Debris Management System (DMS) এর সাথে সমন্বয় করারও সুযোগ থাকবে।

১.৩ উদ্দেশ্য

ক. দুর্যোগে সৃষ্ট মৃতদেহ দ্রুত উদ্ধার, শনাক্তকরণ, হস্তান্তর, যথাযথ সৎকার করাসহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যতদূর সম্ভব সঠিক ও যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করা;

খ. দুর্যোগের পর যারা বেঁচে থাকে তাদের কষ্ট, উৎকণ্ঠা ও মানসিক চাপ সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; এবং

গ. দুর্যোগে মৃত মানুষের হিসাব স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মৃত ব্যক্তিদের ডাটা বেজ (Data-base) এবং ডকুমেন্টস্ তৈরি করা।

১.৪ পরিধি

১.৪.১ যে কোন দুর্যোগে স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রথমে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর খবর পেয়ে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও জনপ্রতিনিধি উদ্ধার কর্মসূচিতে যোগ দেয়। এ অনভিজ্ঞ উদ্ধারকর্মীগণ যাতে দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজটি সহজে, সঠিক ও সুন্দরভাবে করতে পারে সেজন্য এ নির্দেশিকাটি সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্তাকারে তৈরি করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাটির আলোকে স্থানীয় পর্যায়ে পূর্ব থেকেই কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলতে হবে।

১.৪.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৭৬ এর আওতায় প্রণীত Allocation of Business for the Ministry of Disaster Management and Relief অনুযায়ী বাংলাদেশে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এ দায়িত্বের অংশ হিসাবে 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা -২০১৬' টিও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি 'চলক (Driver) হিসাবে বিবেচিত হবে।

১.৪.৩ এ নির্দেশিকাটি সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে।

অধ্যায়-২

ব্যক্তি ও সংস্থার দায়-দায়িত্ব

২.১ প্রাথমিক দায়িত্ব

২.১.১ দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মৃতদেহ উদ্ধার কার্যক্রম প্রথমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী শুরু করে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে এ কাজগুলো প্রায়শই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও সমন্বয়হীন থাকে। দুর্যোগের খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, স্থানীয় প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক, নগর স্বেচ্ছাসেবক, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যুব স্বেচ্ছাসেবক, স্কাউটস্ ইত্যাদি সংস্থা উদ্ধার কার্যক্রমে যোগ দেয়। বড় ধরনের দুর্যোগ হলে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। দুর্যোগে কবলিত ব্যক্তিদের মধ্যে জীবিত ও মৃত দু-ধরনের মানুষ থাকে। জীবিতদের মধ্যে আহত ব্যক্তিদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল বা অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আর মৃতদেহগুলো নিষ্পত্তির জন্য মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তখন প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করার প্রয়োজন হয়:

(ক) তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ডসমূহ নির্ধারণে সমন্বয় সাধন করা;

(খ) প্রয়োজনীয় সম্পদ[3] শনাক্ত করা;

(গ) মৃতদেহগুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা;

(ঘ) নিখোঁজ ব্যক্তিদের শনাক্ত করা; এবং

(ঙ) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সঠিক তথ্যগুলো সংশ্লিষ্ট পরিবার বা কমিউনিটির কাছে প্রচার করা।

২.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহ

২.২.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এবং Standing Orders on Disaster 2010 অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো গঠন করা হয়েছে (চিত্র-১)।

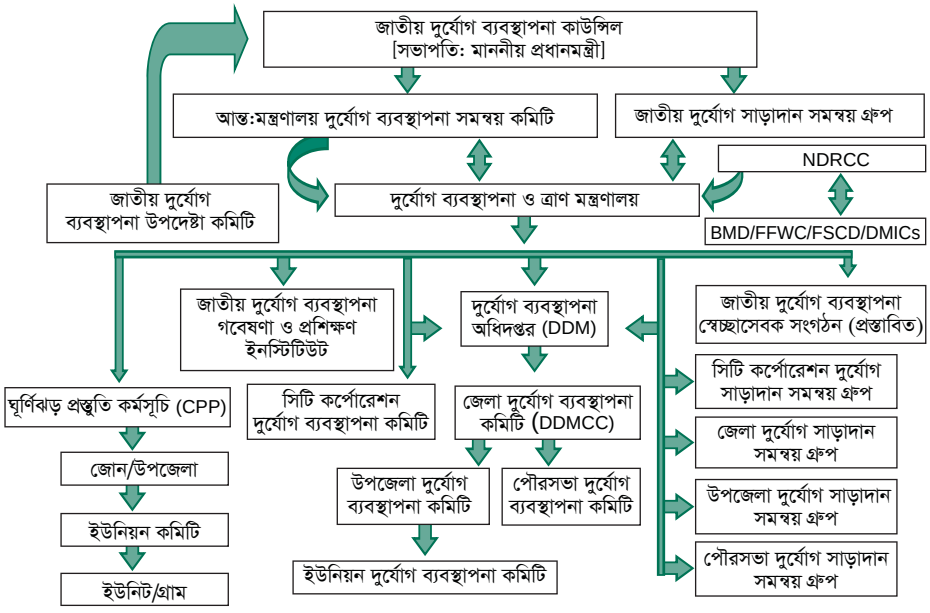

চিত্র-১: বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

[3] সম্পদ বলতে ফরেনসিক দল, মর্গ, মৃতদেহ বহনকারী ব্যাগ ইত্যাদিকে বোঝাবে।

২.৩ দায়িত্ব বিভাজন

২.৩.১ দুর্যোগের ধরন ও জীবনহানির সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

২.৩.২ স্থানীয় পর্যায়ের কার্যক্রম: দুর্যোগের ধরন ও ব্যাপকতার ভিত্তিতে উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করবে এবং যথাক্রমে 'উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

২.৩.৩ জেলা পর্যায়ে কার্যক্রম: জেলা পর্যায়ে গঠিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র' থেকে 'জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' কর্তৃক উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজ পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। এখান থেকে নির্দিষ্ট সময় পর পর সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে বুলেটিন প্রচার করতে হবে।

২.৩.৪ জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র' জাতীয় পর্যায়ের উদ্ধার ও মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজ সমন্বয় করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র' কর্তৃক উপজেলা বা জেলা পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক একীভূত তালিকা তৈরি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে গঠিত 'জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে' (NDRCC) প্রেরণ করবে। NDRCC থেকে নির্দিষ্ট সময় পর পর বুলেটিন তৈরি করে নোটিশ বোর্ড, ইন্টারনেট (www.modmr.gov.bd), রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার করার ব্যবস্থা নেবে।

২.৪ মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কমিটি

২.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা ২০১৫-এর বিধি-৪৪ ও ৪৭ এবং Standing Orders on Disaster 2010 এর ৩.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য 'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' এবং 'জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। এ গ্রুপগুলোই দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজটি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। প্রতিবছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা প্রশাসক 'জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' হালনাগাদ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন। অনুরূপভাবে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা 'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' এবং 'সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কমিটি' হালনাগাদ করে সংশিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।

২.৪.১.১'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ'-এর কাঠামো [বিধি-৪৪, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) বিধিমালা ২০১৫]:

(১) মেয়র, সিটি কর্পোরেশন	- সভাপতি
(২) বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি	- সদস্য
(৩) চেয়ারম্যান, রাজউক/কেডিএ/সিডিএ/আরডিএ-এর প্রতিনিধি	- সদস্য
(৪) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-এর প্রতিনিধি	- সদস্য
(৫) সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার-এর প্রতিনিধি	- সদস্য
(৬) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি	- সদস্য
(৭) সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন-এর প্রতিনিধি	- সদস্য

(৮) গণপূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি - সদস্য

(৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি - সদস্য

(১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি - সদস্য

(১১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি - সদস্য

(১২) সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা - সদস্য

(১৩) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সিটি ইউনিট মনোনীত একজন প্রতিনিধি - সদস্য

(১৪) প্রধান নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন - সদস্য সচিব

২.৪.১.২ কমিটির সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং যাদেরকে কো-অপ্ট করা হবে তারা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। তবে কো-অপ্ট করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

(১) সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি,

(২) স্থানীয় স্কাউটসের প্রতিনিধি,

(৩) জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের নারী প্রতিনিধি,

(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্রতিনিধি,

(৫) আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর প্রতিনিধি।

২.৪.২ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কমিটি-এর কাঠামো:

(১) ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সিটি কর্পোরেশন) -সভাপতি

(২) সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর -সহ-সভাপতি

(৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার একজন প্রতিনিধি (যদি থাকে) -সদস্য

(৪) ওয়ার্ডে অবস্থিত সরকারি জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন) থেকে একজন করে (৪ জন) -সদস্য

(৫) স্বাস্থ্য বিভাগের একজন প্রতিনিধি (জেলা/বিভাগীয় অফিস কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য

(৬) আনসার ও ভিডিপি-র একজন প্রতিনিধি(জেলা/বিভাগীয় অফিস কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

(৭) ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম বা পুরোহিত বা অন্য কোন ধর্মীয় নেতা (২ জন) -সদস্য

(৮) স্থানীয় স্বনামধন্য একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

(৯) শিক্ষক প্রতিনিধি (স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ) (জেলা/বিভাগীয় অফিস কর্তৃক মনোনীত)-সদস্য

(১০) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সিটি ইউনিট মনোনীত একজন প্রতিনিধি -সদস্য

(১১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একজন প্রতিনিধি (জেলা/বিভাগীয় অফিস মনোনীত) -সদস্য

(১২) স্থানীয় প্রেস ক্লাবের একজন প্রতিনিধি/মিডিয়া ব্যক্তিত্ব -সদস্য

(১৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের একজন প্রতিনিধি -সদস্য

(১৪) স্থানীয় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

(১৫) একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (স্থানীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

(১৬) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি -সদস্য

(১৭) একজন পুলিশ প্রতিনিধি (স্থানীয় পুলিশ স্টেশন কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

(১৮) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মনোনীত একজন প্রতিনিধি -সদস্য

(১৯) কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত ২ জন নগর স্বেচ্ছাসেবক -সদস্য

(২০) স্থানীয় বিএনসিসি-র একজন প্রতিনিধি -সদস্য

(২১) বাংলাদেশ স্কাউটসের স্থানীয় প্রতিনিধি -সদস্য

(২২) আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর প্রতিনিধি -সদস্য

(২৩) কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত ২জন গন্যমান্য ব্যক্তি -সদস্য

(২৪) জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি সংগঠনের মহিলা প্রতিনিধি -সদস্য

(২৫) এনজিও প্রতিনিধি (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-র একজন করে প্রতিনিধি -সদস্য

(২৬) ওয়ার্ড সচিব (সিটি কর্পোরেশন) -সদস্য সচিব

২.৪.২.১ কমিটির সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং যাদেরকে কো-অপ্ট করা হবে তারা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

২.৪.৩ 'জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ' এর কাঠামো [বিধি-৪৭, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা ২০১৫]:

(১) জেলা প্রশাসক - সভাপতি

(২) পুলিশ সুপার - সদস্য

(৩) সিভিল সার্জন - সদস্য

(৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য

(৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডিবি - সদস্য

(৬) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক - সদস্য

(৭) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি - সদস্য

(৮) মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা - সদস্য

(৯) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর - সদস্য

(১০) জেলা শিক্ষা অফিসার - সদস্য

(১১) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য

(১২) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে) - সদস্য

(১৩) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মনোনীত একজন প্রতিনিধি - সদস্য

(১৪) এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক মনোনীত) - সদস্য

(১৫) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি - সদস্য

(১৬) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

২.৪.৩.১ কমিটির সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং যাদেরকে কো-অপ্ট করা হবে তারা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। তবে কো-অপ্ট করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

(১) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়

(২) বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি (বর্ডার এলাকার ক্ষেত্রে)

(৩) স্থানীয় স্কাউটসের প্রতিনিধি

(৪) জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের নারী প্রতিনিধি

(৫) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্রতিনিধি

(৬) আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর প্রতিনিধি।

২.৫ দুর্যোগকালে বা দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার জন্য দুর্যোগপ্রবণ প্রতিটি উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে, যথাক্রমে উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ গ্রুপ/কমিটিগুলোই দুর্যোগ কালে ও দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজটি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে গ্রুপ/কমিটিগুলো হালনাগাদ করে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

২.৫.১ 'উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ-এর কাঠামো [বিধি-৪৯, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা ২০১৫]:

(১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	- সভাপতি
(২) পৌরসভা মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- সদস্য
(৩) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	- সদস্য
(৪) উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
(৫) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য
(৬) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
(৭) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
(৮) স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশন	- সদস্য
(৯) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
(১০) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	- সদস্য
(১১) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	- সদস্য
(১২) পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- সদস্য
(১৩) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জেলা ইউনিট মনোনীত একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(১৪) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	- সদস্য
(১৫) বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(১৬) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব

২.৫.১.১ কমিটির সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং যাদেরকে কো-অপ্ট করা হবে তারা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। তবে কো-অপ্ট করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

(১) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

(২) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

(৩) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

(৪) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

(৫) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা

(৬) স্থানীয় হাইস্কুলের একজন শিক্ষক

(৭) স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষক

(৮) বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড-এর প্রতিনিধি (সীমান্ত এলাকার ক্ষেত্রে)

(৯) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর প্রতিনিধি (উপকূলীয় এলাকার জন্য)

(১০) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি-এর প্রতিনিধি

(১১) স্থানীয় বিএনসিসি/স্কাউট-এর প্রতিনিধি

(১২) জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের নারী প্রতিনিধি

(১৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্রতিনিধি

২.৫.২ 'পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ-এর কাঠামো [বিধি-৫১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা ২০১৫]:

(১) পৌরসভার মেয়র - সভাপতি

(২) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য

(৩) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য

(৪) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা - সদস্য

(৫) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য

(৬) স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন - সদস্য

(৭) উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য

(৮) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জেলা ইউনিট মনোনীত একজন প্রতিনিধি - সদস্য

(৯) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুত কর্মসূচি (যদি থাকে) - সদস্য

(১০) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন এনজিও প্রতিনিধি - সদস্য

(১১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা - সদস্য সচিব

২.৫.২.১ কমিটির সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং যাদেরকে কো-অপ্ট করা হবে তারা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। তবে কো-অপ্ট করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

(১) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার প্রতিনিধি

(২) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার প্রতিনিধি

(৩) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিনিধি

(৪) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা

(৫) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি (পৌরসভায় কর্মরত)

(৬) স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক

(৭) স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক

(৮) এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনোনীত)

(৯) স্থানীয় আনসার ও ভিডিপি প্রতিনিধি (স্থানীয় ইউনিয়নে কর্মরত)

(১০) স্থানীয় বিএনসিসি/স্কাউট-এর প্রতিনিধি

(১১) জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের নারী প্রতিনিধি

(১২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্রতিনিধি

২.৫.৩ 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর কাঠামো [বিধি-৪১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা ২০১৫]:

(১) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ - সভাপতি

(২) ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারগণ - সদস্য
(৩) ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা - সদস্য
(৪) উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা - সদস্য
(৫) মাঠকর্মী, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য
(৬) মেডিক্যাল অফিসার, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য
(৭) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি - সদস্য
(৮) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মনোনীত একজন সমাজকর্মী - সদস্য
(৯) ইউ পি চেয়ারম্যান মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি - সদস্য
(১০) প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে) - সদস্য
(১১) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জেলা ইউনিট মনোনীত একজন প্রতিনিধি - সদস্য
(১২) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত একজন এনজিও প্রতিনিধি - সদস্য
(১৩) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত প্রতিবন্ধী সংগঠনের প্রতিনিধি - সদস্য
(১৪) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত একজন মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী প্রতিনিধি - সদস্য
(১৫) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি - সদস্য
(১৬) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের প্রতিনিধি - সদস্য
(১৭) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য
(১৮) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মনোনীত একজন ফিল্ড ভেটেরনারি সহকারী - সদস্য
(১৯) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত একজন ইমাম, পুরোহিত বা অন্য ধর্মীয় নেতা - সদস্য
(২০) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মনোনীত একজন ভিডিপি দলনেতা - সদস্য
(২১) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিন জন স্বেচ্ছাসেবক - সদস্য
(২২) ইউপি চেয়ারম্যান মনোনীত তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা - সদস্য
(২৩) সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ - সদস্য সচিব

২.৫.৩.১ কমিটির সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং যাদেরকে কো-অপ্ট করা হবে তারা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। তবে কো-অপ্ট করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

(১) স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক
(২) স্থানীয় থানা/পুলিশ ক্যাম্পের একজন প্রতিনিধি
(৩) স্থানীয় উপজেলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের প্রতিনিধি
(৪) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি (স্থানীয় ইউনিয়নে কর্মরত)
(৫) স্থানীয় স্কাউটস/বিএনসিসি (যদি থাকে)

২.৬ কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য

দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত "সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডভিত্তিক মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি"-কে এই নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রতিটি কাজ গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ কমিটি পালন করবে:

(১) কমিটি স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৬ মাসে একবার সভা করবে। তবে প্রয়োজনে কমিটির সভাপতি যে কোন সময় সভা আহবান করতে পারবেন;

(২) দুর্যোগে পশু-পাখির[4] মৃতদেহ দেখামাত্র নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে, ফেলে রাখা যাবে না। মৃত গৃহপালিত পশু ও বন্য প্রাণী প্রাপ্তিস্থানের নিকটবর্তী উঁচু শুকনো জায়গায় গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

(৩) মৃত গৃহপালিত[5] পশুর মালিকানা দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

(৪) প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অস্থায়ী 'মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের' তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

(৫) কমিটি মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ভিত্তিক দল (Team) গঠন করবে। প্রতিটি দলে মূল কমিটির এক বা একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের আগ্রহী, সুস্থ, সবল ও কর্মঠ ব্যক্তিদেরকে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: (পরিশিষ্ট-১)।

ক. মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল- দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের পরে মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার করে 'মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে' পৌঁছে দেবে। Incident Management System Debris Management System-এর অধীনে গঠিত অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল কর্তৃক উদ্ধারকৃত মৃতদেহগুলো 'মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে' পৌঁছে দিতে হবে। বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি অধ্যায়-৪ এ বর্ণনা করা আছে (পরিশিষ্ট-১)।

খ. মৃতদেহ তথ্য ব্যবস্থাপনা দল- মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে আগত মৃতদেহের ছবি তুলবে, যতদূর সম্ভব মৃতদেহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবে। বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি অধ্যায়-৪ এ বর্ণনা করা আছে (পরিশিষ্ট-১)।

গ. মৃতদেহ শনাক্ত ও হস্তান্তরকারী দল- মৃতদেহ শনাক্ত করার পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক উপযুক্ত প্রমাণ যাচাই করে মৃতদেহ শনাক্ত করার পর মৃতের নিকটাত্মীয়[6]-এর নিকট হস্তান্তর করবে। এক্ষেত্রে সরকারি অনুদান একই সাথে প্রদান করতে হবে (বিস্তারিত অধ্যায় ৬ ও ৭)।

ঘ. মৃতদেহ সৎকারকারী দল- যথাযথ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে অবশিষ্ট মৃতদেহ/মৃতদেহগুলো (যেগুলো শনাক্তকরণ বা/এবং হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি) সাময়িক সংরক্ষণ কিংবা সৎকারের ব্যবস্থা করবে (বিস্তারিত অধ্যায় ৮ ও ৯)।

২.৭ মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র

২.৭.১ বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে এক বা একাধিক মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রাখতে হবে। এজন্য স্টেডিয়াম এবং খোলা মাঠে তাবু তৈরি করে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাকে প্রাধান্য দিতে

---

4. পশু-পাখি বলতে গৃহপালিত সকল পশু ও সকল বন্য প্রাণিকে বুঝাবে।
5. গৃহপালিত পশু বলতে কোন কৃষকের/ব্যক্তির বাড়িতে পালিত গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, হাঁস-মুরগী, কবুতর ইত্যাদিকে বুঝাবে।
6. নিকটাত্মীয় বলতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাবা, মা, স্বামী বা স্ত্রী, নিজ সন্তানকে বুঝাবে। এদের অবর্তমানে দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা, মামা, ফুফু, খালাকে বুঝাবে ।

হবে। এছাড়া খেলার মাঠ আছে এমন স্কুল বা কলেজ, খোলা মাঠ আছে এমন সাইক্লোন শেল্টার ইত্যাদিতেও মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

২.৭.২ মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনাকালে স্থানীয় মসজিদের ইমাম/উপাসনালয়ের পুরোহিত, স্থানীয় সৎকার সংস্থা, ডোম, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম, ময়নাতদন্তকারী প্রমূখদেরকে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা দলের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

২.৮ নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ অথবা দায়িত্ব দিতে হবে-

(১) দেহ উদ্ধার

(২) সংরক্ষণ

(৩) শনাক্তকরণ

(৪) তথ্য ও যোগাযোগ

(৫) মৃত্যুসনদ প্রদান

(৬) হস্তান্তর

(৭) পরিবারের প্রতি সহযোগিতা

(৮) প্রয়োজনীয় উপকরণ

২.৯ স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় সমন্বয় কেন্দ্র থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সমন্বয় করতে হবে:

(১) জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সাথে যোগাযোগ করে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) জনগণ এবং গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ;

(৩) শনাক্তকরণ এবং মৃত্যুসনদ সংক্রান্ত আইনগত বিষয়াদি;

(৪) শনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নথিবদ্ধকরণে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান;

(৫) প্রয়োজনীয় উপকরণ বা লজিস্টিক সহযোগিতা;

(৬) কূটনৈতিক সংস্থাসমূহ ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর (যেমন-জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আর্ন্তজাতিক রেড ক্রস কমিটি, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ, ইন্টারপোল ইত্যাদি)-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা।

২.১০ এ নির্দেশিকা শুধু মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। এই নির্দেশিকা ব্যবহারের ফলে দুর্যোগ সাড়াদানে সতর্ক সংকেত জারি, প্রচার, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ ও মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার (SAR) ইত্যাদি কার্যক্রমের অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চলক (Disaster Management Drivers) যেমন- Standing Orders on Disaster (SOD), আপদ ভিত্তিক কন্টিনেজন্সি প্ল্যান/নির্দেশিকা ইত্যাদির ব্যবহার কিংবা Guidelines on Incident Management System (IMS) এবং Guidelines on Debris Management System (DMS)-এর ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হবে না।

অধ্যায়-৩

সংক্রমিত রোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.১ সামগ্রিক দিক

৩.১.১ যে কোনো দুর্যোগের পর পর মৃতদেহের মাধ্যমে মহামারির সৃষ্টি হতে পারে মর্মে সাধারণ ধারণা রয়েছে। তবে এর পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বা তথ্য নেই।

৩.১.২ দুর্যোগের পর মৃতদেহ মহামারির সৃষ্টি করে না। বরং বেঁচে থাকা জনগোষ্ঠীর দ্বারাই রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে।

৩.১.৩ মহামারি সম্ভাবনার এ গুজবটি গণমাধ্যম কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং দুর্যোগ সাড়াদানে অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমেও প্রচারিত হতে পারে।

৩.১.৪ এধরণের গুজব কর্তৃপক্ষের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন- দ্রুত গণকবর, তথাকথিত জীবাণুনাশক ছিটানো ইত্যাদি) করতে বাধ্য করে।

৩.১.৫ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত অব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য আইনি জটিলতা ছাড়াও মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়ে তোলে।

৩.২ রোগ সংক্রমণ এবং মৃতদেহ

৩.২.১ দুর্যোগে আক্রান্তদের অধিকাংশই আঘাত পেয়ে, ডুবে বা আগুনে পুড়ে মারা যান, অসুস্থ হয়ে নয়।

৩.২.২ মৃত্যুর সময় ক্ষতিগ্রস্তরা সবসময় মহামারি সৃষ্টিকারী রোগে (যেমন-প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, ইবোলা, ডায়রিয়া, AIDS কিংবা অ্যানথ্রাক্স) মারা যান না ।

৩.২.৩ স্বল্প সংখ্যক মৃতদেহ দীর্ঘস্থায়ী রক্ত সংক্রমণ রোগে (যেমন-হেপাটাইটিস, এইচআইভি, যক্ষ্মা বা ডায়রিয়া) আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে।

৩.২.৪ বেশিরভাগ সংক্রমিত জীবাণু মৃত্যুর ৪৮ ঘন্টা পর মৃতদেহে আর বেঁচে থাকতে পারে না। একমাত্র ব্যতিক্রম এইচআইভি, যা ৬ (ছয়) দিন পরও ময়নাতদন্তে জীবন্ত (এইচআইভি-র জীবাণু) পাওয়া গেছে (সূত্র: ICRC Washigton DC, 2009, Infectious Disease Risks, Management of the Dead Bodies after Disasters, Chapter 3. Page 5)।

৩.৩ জনগণের ঝুঁকি

৩.৩.১ সাধারণ জনগণ মৃতদেহের সংস্পর্শে আসে না, তাই তাদের ঝুঁকি খুবই সামান্য।

৩.৩.২ মৃতদেহ থেকে নিঃসৃত মল-মূত্রের সংস্পর্শে আসা খাবার পানির উৎস থেকে পানি পান করলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

৩.৪ মৃতদেহ বহনকারীর ঝুঁকি

৩.৪.১ মৃতদেহ বহনকারীরা যদি মৃতদেহের রক্ত ও মলের (মৃত্যুর পর অনেক সময় শরীর থেকে রক্ত/মল নির্গত হতে পারে) সরাসরি সংস্পর্শে আসেন তাহলে নিম্নবর্ণিত রোগের বিষয়ে তাঁদের সামান্য ঝুঁকি থাকে-

(১) হেপাটাইটিস বি এবং সি

(২) এইচআইভি

(৩) যক্ষ্মা

(৪) ইবোলা

(৫) ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগ।

৩.৪.২ মৃতদেহ উদ্ধারকারীদল ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে (যেমন-ধসে যাওয়া বাড়ি, ধ্বংসাবশেষ) কাজ করে। ফলে তাদের আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এতে টিটেনাস (মাটিবাহিত সংক্রমণ) হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৩.৫ মৃতদেহ উদ্ধার ও বহনকারীদের নিরাপত্তা ও পূর্ব-সতর্কতা

৩.৫.১ স্থানীয় প্রশাসন, উদ্ধারকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদের সজাগ দৃষ্টি রেখে মহামারির গুজবকে প্রতিহত করতে হবে।

৩.৫.২ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জনগণকে অযথা জটলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে, গুজবে সায় দেয়া যাবে না এবং প্রশাসনের চাহিদামতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।

৩.৫.৩ দুর্যোগে আক্রান্ত এলাকায় জনগণ, মৃতদেহ উদ্ধার ও বহনকারীদের অবশ্যই নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করতে হবে।

৩.৫.৪ উদ্ধারকর্মীদের মৌলিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মৃতদেহের রক্ত এবং দেহ নিঃসৃত তরলের সংক্রমণজনিত রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে কর্মীরা নিম্নবর্ণিত পূর্ব-সতর্কতা মেনে চলবেন-

(১) সম্ভব হলে গ্লাভস্ এবং রাবারের বুট ব্যবহার করা,

(২) মৃতদেহ বহনের পর এবং খাওয়ার পূর্বে সাবান ও পানি দিয়ে ভাল করে গোসল করা ও হাত ধোয়া,

(৩) মৃতদেহ উদ্ধার ও বহনকালে মুখে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং হাত দিয়ে মুখ মোছা এড়ানো,

(৪) সকল যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড় এবং মৃতদেহ বহনের কাজে ব্যবহৃত যানবাহন ধুয়ে যথাসম্ভব পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।

৩.৫.৫ কোনো উদ্ধারকর্মী/বহনকারী মাস্কের জন্য অনুরোধ জানালে তাঁকে মাস্ক সরবরাহ করতে হবে।

৩.৫.৬ ছোট এবং আলো-বাতাস চলাচল করে না এমন জায়গা থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কয়েকদিন হয়ে গেলে বিকৃত মৃতদেহ থেকে মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস তৈরি ও নির্গত হওয়ার আশংঙ্কা থাকে। তাই ঐ বদ্ধস্থানে ঢোকার পূর্বে অবশ্যই আলো-বাতাস চলাচল করার মতো সময় দিতে হবে।

৩.৫.৭ মৃতদেহ বহনকারী ব্যাগ ব্যবহারের নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে (অধ্যায়-৪)।

অধ্যায়-৪

মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার

৪.১ সামগ্রিক দিক

৪.১.১ দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় দেহ উদ্ধার হলো প্রথম ধাপ যা সাধারণত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও সমন্বয়হীন হয়ে থাকে। তবে Incident Management System (IMS) এবং Debris Management System (DMS) - এর সাথে এ নির্দেশিকাটি সমন্বয় করা হলে এ অবস্থা থেকে সহজেই উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হবে।

৪.১.২ বাংলাদেশের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যেকোনো দুর্যোগের পরপর স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ধরনের মানুষ বা দল মৃতদেহ উদ্ধার কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। ফলে অধিকাংশ সময়ই তাঁদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় জটিল হয়ে থাকে।

৪.১.৩ সাধারণত মৃতদেহ উদ্ধার কাজ মাত্র কয়েকদিন বা সপ্তাহ ধরে চলে; তবে ভূমিকম্প, ভবনধস বা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এটি আরো বেশি সময় চলতে পারে।

৪.১.৪ মৃতদেহ উদ্ধার প্রক্রিয়ার সাথে শনাক্তকরণের কাজটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত; তাই এর সাথে অধ্যায়-৬ এ বর্ণিত মৃতদেহ শনাক্তকরণ বিষয়টি অবশ্যই পড়তে হবে।

৪.১.৫ দুর্যোগপ্রবণ এলাকার[7] জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পর্যাপ্ত মৃতদেহ উদ্ধার সরঞ্জাম ও মৃতদেহ বহনকারী ব্যাগের মজুদ গড়ে তুলতে হবে।

৪.২ মৃতদেহ উদ্ধারের মূল লক্ষ্য

৪.২.১ দুর্যোগের পরপরই মৃতদেহ উদ্ধারে প্রাধান্য দিতে হবে; কারণ এটি শনাক্তকরণে এবং যারা জীবিত আছে তাদের মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে।

৪.২.২ মৃতদেহ উদ্ধার কর্মকাণ্ড যেন কোনোভাবেই যারা জীবিত আছেন তাদের উদ্ধার কার্যক্রমের সহায়তায় বাধা সৃষ্টি না করে তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪.৩ কর্মীবাহিনী

৪.৩.১ বেশিরভাগ সময়ই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণে উদ্ধার তৎপরতা সংঘটিত হয়ে থাকে; এদের মধ্যে থাকেন-

(১) বেঁচে থাকা কমিউনিটি সদস্যগণ;

(২) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স;

(৩) স্বেচ্ছাসেবী দল (যেমন-আরবান ভলান্টিয়ার, সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট যুব ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটস্, বিএনসিসি ইত্যাদি);

(৪) Incident Management System (IMS) এবং Debris Management System (DMS)-এর অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল (SAR Team);

---

7. দুর্যোগপ্রবণ এলাকা বলতে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে থাকা সমুদ্র উপকূল, পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অববাহিকার নিম্নাঞ্চল যা বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে, সিলেট ও পার্বত্য তিনটি জেলা ফ্লাশফ্লাড ও ভূমিধসের ঝুঁকিতে রয়েছে, দেশের উত্তরাঞ্চল খরাপ্রবণ এবং ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ভূমিকম্পপ্রবণ এবং দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী জ্বলাবদ্ধতাপূর্ণ এলাকাকে বুঝাবে।

(৫) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব, কোস্টগার্ড, আনসার ও ভিডিপি এবং বেসামরিক নিরাপত্তা ব্যক্তিবর্গ।

৪.৩.২ নির্দেশিকা অনুযায়ী মৃতদেহ উদ্ধার কার্যপ্রণালী অনুসরণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তার পূর্ব-সতর্কতাবিধি ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য এই দলগুলোকে Standing Orders on Disaster (SOD)-এর ভিত্তিতে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

৪.৪ মৃতদেহ উদ্ধার

৪.৪.১ দুর্যোগে মৃতদেহের সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথে উদ্ধারকারী দল কর্তৃক উদ্ধার করতে হবে।

৪.৪.২ মৃতদেহ উদ্ধারের সাথে সাথে মোবাইল ফোন বা লোক মারফত ইউনিয়ন/পৌরসভা মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সদস্য-সচিব এবং উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভাপতি/সদস্য-সচিবকে অবহিত করতে হবে (এ বিষয়ে অনুচ্ছেদ-৫.৪ অনুসরণীয়)।

৪.৫ মৃতদেহ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী

৪.৫.১ মৃতদেহ অবশ্যই দেহবহনকারী ব্যাগে রাখতে হবে। যদি ব্যাগ পাওয়া না যায় তাহলে, কাপড়, বিছানার চাদর, অথবা অন্য কিছু যা স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় তা ব্যবহার করতে হবে।

৪.৫.২ শরীরের বিচ্ছিন্ন অংশ (যেমন-পা, হাত) আলাদা একটি পূর্ণাঙ্গ মৃতদেহ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। উদ্ধারকারী দল কোনভাবেই উদ্ধারের স্থানে বিচ্ছিন্ন অংশ কোনো দেহের সাথে মেলাতে যাবেন না।

৪.৫.৩ মৃতদেহ উদ্ধারকারী দল কমপক্ষে দু'ভাগে ভাগ হয়ে কাজ করবে-

(১) এক: দেহগুলো কাছের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ;

(২) দুই: সেখান থেকে শনাক্তকরণ ও স্বজনের নিকট হস্তান্তর।

৪.৫.৪ মৃতদেহটি কোথায়, কখন (তারিখসহ) পাওয়া গেছে সে সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ রাখতে হবে, যা শনাক্তকরণে সহায়তা করবে (পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত মৃতদেহ ফর্ম দ্রষ্টব্য)।

৪.৫.৫ মৃতদেহের সাথে থাকা ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি, অলংকার এবং অন্য কোনো প্রমাণাদি সংশ্লিষ্ট দেহ থেকে আলাদা করা যাবে না। শুধু শনাক্তকরণ পর্যায়ে তা করা যাবে (অধ্যায়-৬ এ বর্ণিত মৃতদেহ শনাক্তকরণ দ্রষ্টব্য)।

৪.৫.৬ মৃতদেহ আনা-নেয়ার জন্য স্ট্রেচার, দেহবহনকারী ব্যাগ, রিকসা-ভ্যান, গরু বা মহিষের গাড়ি, সোজা বডির ট্রাক বা ট্রাক্টর-ট্রেইলার ব্যবহার করতে হবে।

৪.৫.৭ যেহেতু আহতদের সাহায্য করার জন্য অ্যাম্বুলেন্স জরুরি, তাই মৃতদেহ বহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার না করাই ভাল।

৪.৬ উদ্ধারকারী দলের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা

৪.৬.১ মৃতদেহ উদ্ধারকারী দল অবশ্যই সুরক্ষিত উপকরণ ব্যবহার করবেন (বিশেষ কার্যকরি গ্লাভস্, হেলমেট, রবারের গামবুট ইত্যাদি)।

৪.৬.২ মৃতদেহ বহনের পরে ভাল করে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোবেন (অধ্যায়-৩, সংক্রমিত রোগের ঝুঁকিসমূহ দ্রষ্টব্য)।

৪.৬.৩ উদ্ধারকারী দলকে প্রায়ই ধসে যাওয়া বাড়ি এবং ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কাজ করতে হয়। তাই সেখানে হঠাৎ করে আঘাত পেলে প্রয়োজনে প্রাথমিক-সহায়তা এবং চিকিৎসার সুবিধা পূর্ব থেকেই মজুদ রাখতে হবে। এছাড়া উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের মানসিক চাপ মোকাবেলায় দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় চিকিৎসক কর্তৃক সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

৪.৬.৪ উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার সময় উদ্ধারকারী দলের কোনো সদস্য মারা গেলে বা গুরুতর আহত কিংবা পঙ্গু হলে প্রয়োজনে তাঁর পরিবারকে ন্যূনতম মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪.৬.৫ যে সকল উদ্ধারকর্মী প্রতিষেধক নেন নি, তাদের জন্য টিটেনাস একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা। স্থানীয় চিকিৎসক দল টিটেনাসজনিত আঘাতের ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকবেন।

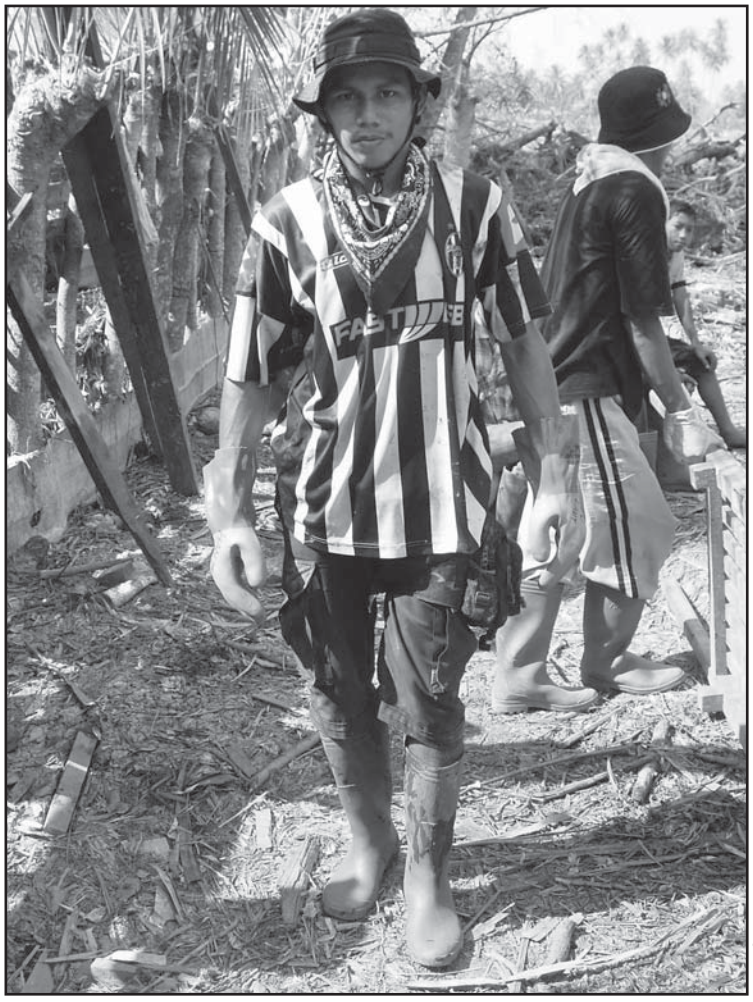

সূত্র : অলিভার মরগান

ছবির শিরোনাম ঃ দেহ-উদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত সুরক্ষিত উপকরণ বা পোশাক ব্যানডা আচেহ্, ইন্দোনেশিয়া, ২০০৫

অধ্যায়-৫

মৃতদেহের তথ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ সামগ্রিক দিক

৫.১.১ দুর্যোগে মৃত ও নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের (সূত্র: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৫, International Humanitarian Law: Articles ৩৩-৩৪(১৯৭৭), INTERPOL: General Secretariat, October 1996 এবং WHO)।

৫.১.২ এমনকি একটি সাধারণ দুর্যোগেও মৃত এবং নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়। তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কমিটিগুলোকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় (জনবল, কৌশলগত ও আর্থিক দিক) সহায়তার মাধ্যমে সক্ষম ও দক্ষ করে তুলতে হবে।

৫.১.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার/কমিটির মধ্যে সমন্বিত হতে হবে (অধ্যায়-২: ব্যক্তি ও সংস্থার দায়-দায়িত্ব)।

৫.১.৪ দুর্যোগে মৃত এবং নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য একত্রিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির কার্যালয়ে একটি এবং জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে আরেকটি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থাকবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গঠিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র' (DMIC) এবং জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে গঠিত কেন্দ্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) মৃতদেহ ও নিখোঁজ ব্যক্তির তথ্য একত্রিত ও সংরক্ষণ করবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির অনুসন্ধান বিভাগ সহযোগিতা করবে।

৫.১.৫ স্থানীয় কেন্দ্রগুলো মৃতদেহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও একত্রিত করার কাজটি পরিচালনা এবং জনগণের মুখোমুখি হবার মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করবে। কেন্দ্রগুলো মূলত অনুসন্ধানের আবেদন, নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, নিখোঁজ ব্যক্তির ছবি গ্রহণ করা এবং খুঁজে পাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রচার বা শনাক্তকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

৫.১.৬ দুর্যোগে মৃত এবং নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তথ্য অবশ্যই জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায় থেকে সরবরাহ করতে হবে (সূত্র: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৪ দ্রষ্টব্য)।

৫.২ জনগণের জন্য তথ্য

৫.২.১ দুর্যোগে সাড়াপ্রদানের গৃহীত কৌশলগুলো জনগণকে অবশ্যই দ্রুত এবং সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে; যেমন-

(১) নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান,

(২) মৃতদেহগুলো উদ্ধার এবং শনাক্তকরণ,

(৩) তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচার,

(৪) সংশ্লিষ্ট পরিবার ও কমিউনিটিকে সহায়তা প্রদান।

৫.২.২ তথ্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

৫.২.৩ দুর্যোগে মৃত এবং নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রচারে বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহৃত হতে পারে-

(১) নোটিশবোর্ড;

(২) প্রিন্ট মিডিয়া;

(৩) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া;

(৪) ইন্টারনেট, ইত্যাদি।

৫.৩ মৃতদেহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

৫.৩.১ দুর্যোগে মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা জানা এবং Desegregated data[৪] তৈরির কাজ শক্তিশালীকরণের জন্য দুর্যোগে মৃত্যুর ঘটনা নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন [Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030-এর অনুচ্ছেদ-৩৩(ঢ)]

৫.৩.২ যখনই সম্ভব মৃতদেহগুলো সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে (অধ্যায়-৬, মৃতদেহ শনাক্তকরণ এবং পরিশিষ্ট-১, মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম)।

৫.৩.৩ প্রাথমিকভাবে তথ্য কাগজের ছকে সংগ্রহ করা যাবে (পরিশিষ্ট-১ ডাটা বা তথ্য সংগ্রহ ফর্ম, মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম এবং পরিশিষ্ট-২, নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম) এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই তথ্যসমূহ ইলেকট্রনিক ডাটাবেস হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩.৪ সম্ভব হলে মূল্যবান ব্যক্তিগত উপাদান বা জিনিসপত্র এবং ছবি তথ্য-ছকের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৩.৫ তথ্য যাতে না হারায় এবং প্রমাণাদি সহজেই পাওয়া যায় তা সুনিশ্চিত করতে একটি স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৫.৩.৬ মৃত ও নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিখোঁজ ব্যক্তিকে অনুসন্ধান ও মৃতদেহ শনাক্তের জন্য তথ্যের সমন্বয় ও সংরক্ষণ খুবই জরুরি (পরিশিষ্ট-১, মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম এবং পরিশিষ্ট-২, নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম)।

৫.৪ মৃতদেহের তথ্য সংরক্ষণ

৫.৪.১ 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'-র সদস্য-সচিব জেলার (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়নের তথ্যসহ) সকল মৃতদেহের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করবেন।

৫.৪.২ পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিব দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৫) উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সদস্য সচিবকে প্রদান করবেন। তিনি উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার তথ্য একীভূত তালিকা প্রস্তুত করে 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সদস্য-সচিব বরাবর প্রেরণ করবেন।

৫.৪.৩ সিটি কর্পোরেশন এলাকার 'ওয়ার্ড মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সদস্য-সচিব দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৫) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সদস্য-সচিবকে সরবরাহ করবেন। তিনি সকল ওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের একীভূত তালিকা প্রস্তুত করে 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সদস্য-সচিব বরাবরে প্রেরণ করবেন।

---

৪. Desegregated Data অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য যেমন দুর্যোগে কতজন পুরুষ, কতজন মহিলা, কতজন শিশু, কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কতজন বৃদ্ধ মানুষ মারা গেছেন। আবার কতজন মানুষ আহত হয়ে চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করেছেন ইত্যাদি।

অধ্যায়-৬

মৃতদেহ শনাক্তকরণ

৬.১ সামগ্রিক দিক

৬.১.১ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃতদেহ শনাক্ত এবং পরিণতি সম্পর্কে তাঁর পরিবারের জানার অধিকার রয়েছে (International Humanitarian Law, 1977, Article 33-34, এবং INTERPOL, General Secretariat, October 1996)।

৬.১.২ বিশেষজ্ঞ নয় এমন ব্যক্তি কর্তৃক মৃতদেহ ব্যবস্থাপনায় দ্রুত সাড়াপ্রদান অর্থাৎ সঠিকভাবে উদ্ধার, তথ্যসংগ্রহ, নথিভুক্তকরণ ও মৃতদেহ সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হলে পরবর্তীতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মৃতদেহ শনাক্তকরণের কাজ অনেক বেশি ফলপ্রসূ ও সহজ হয়।

৬.১.৩ মৃতদেহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য (শারীরিক বর্ণনা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি) এবং যারা নিখোঁজ বা মৃত বলে ধরে নেয়া হয় সেই সকল ব্যক্তির প্রাপ্ত তথ্যের সাথে মিলিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করতে হবে।

৬.১.৪ পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল অথবা ছবি দেখে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃতদেহ শনাক্তকরণ সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। কিন্তু এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এরকম পরিস্থিতিতে ফরেনসিক শনাক্তকরণের পদ্ধতির সহায়তা নিয়ে মৃতদেহ শনাক্তকরণ করা উচিত।

৬.১.৫ যদি ভিজ্যুয়াল বা ছবির সাহায্যে শনাক্তকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে বা ছবি তোলা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে ফরেনসিক (ময়নাতদন্ত আঙ্গুলের ছাপ, দাঁত পরীক্ষা, ডিএনএ ইত্যাদি) পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬.১.৬ পচন বা বিকৃতির ফলে মৃতদেহ শনাক্তকরণ সম্ভব না হলে ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মৃতদেহ শনাক্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক ডিএনএ পরীক্ষা পদ্ধতিও খুবই কার্যকর।

৬.১.৭ সঠিক এবং মূল্যবান তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১ এর 'মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম' সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে, যা পরবর্তীতে ফরেনসিক শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে সহায়তা করবে।

৬.২ সাধারণ নীতি

৬.২.১ যত দ্রুত সম্ভব মৃতদেহ শনাক্তকরণ ভাল। বিকৃত হয়ে যাওয়া মৃতদেহ শনাক্তকরণে জটিলতা সৃষ্টি করে এবং আবশ্যিকভাবে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৬.২.২ শনাক্তকরণের মূল ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো, মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর, লেবেল, ছবি, রেকর্ড এবং সাবধানতা।

৬.২.৩ ভিজ্যুয়াল নিশ্চিতকরণ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। যদিও এটা সহজ পদ্ধতি; কিন্তু শনাক্তকরণে ভুল-ভ্রান্তি হলে তা গুরুতর বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে, শোকাহতদের আরো মর্মাহত করাসহ আইনি জটিলতা বাড়ায়। তাই সঠিক শনাক্তকরণের জন্য এককভাবে শুধু ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণের উপর ভিত্তি না করে আরো কিছু পদ্ধতিকে (অনুচ্ছেদ-৬.২.৫) একত্রে প্রাধান্য দেয়া সবসময়ই অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

৬.২.৪ মৃতদেহে কোন আঘাত, বিশেষ করে মাথায় রক্ত, অন্যান্য তরল বা ধূলা-ময়লা ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

৬.২.৫ দেহের যেকোনো বিচ্ছিন্ন অংশ যদি তা প্রমাণ করে যে ব্যক্তিটি মৃত, তাহলে তা শনাক্তকরণে সহায়তা করতে পারে এবং সেই কারণেই এটি একটি আলাদা পূর্ণদেহ (যেমন-মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর প্রয়োগের মাধ্যমে) হিসাবে ব্যবস্থাপনায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে যে পরিবার/পরিবারসমূহে নিখোঁজ ব্যক্তি[9] থাকবে ঐ সকল পরিবার/পরিবারসমূহের সদস্যের সাথে ডিএনএ বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে দেহের বিচ্ছিন্ন অংশ মিলিয়ে শনাক্ত করা যেতে পারে।

৬.৩ শনাক্তকরণ পদ্ধতি

৬.৩.১ মৌলিক নম্বর (আবশ্যিক)

৬.৩.১.১ প্রতিটি মৃতদেহ বা মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশেই ক্রমানুসারে একটি মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর সংযুক্ত করতে হবে। এই মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরটি কোনভাবেই একইরকম দেয়া যাবে না (নম্বর পদ্ধতি অনুসরণের জন্য পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

৬.৩.২ লেবেল (আবশ্যিক)

৬.৩.২.১ মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরটি পানিরোধক (Water prove) লেবেলের উপর লিখতে হবে (যেমন-প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো কাগজ)। তারপর সাবধানে মৃতদেহ বা দেহের বিচ্ছিন্ন অংশের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে।

৬.৩.২.২ একই মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর দেয়া আরেকটি পানিরোধক (ওয়াটার প্রুফ) লেবেল মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হচ্ছে যে পাত্রে (যেমন-মৃতদেহের ব্যাগ, বিচ্ছিন্ন অংশের কভার সীট বা ব্যাগ), তাতে লাগিয়ে দিতে হবে।

৬.৩.৩ ছবি (আবশ্যিক-যদি ছবি তোলার সরঞ্জাম সহজপ্রাপ্য হয়)

৬.৩.৩.১ প্রতিটি ছবিতে মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরটি অবশ্যই যেন দৃশ্যমান হয়।

৬.৩.৩.২ ছবি সহজেই সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমান সময়ে আধুনিক মোবাইল ফোন বা ট্যাব-এ ডিজিটাল ছবি তোলা যায়।

৬.৩.৩.৩ মুখের ছবির জন্য মৃতদেহকে যথাযথভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং ছবিতে পোশাক সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৬.৩.৩.৪ এছাড়াও মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরটির জন্য, ছবিতে অন্তত যা অবশ্যই থাকতে হবে:

(১) সামনের দিক থেকে মৃতদেহের সম্পূর্ণ ছবি,

(২) সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলের ছবি,

(৩) যে কোন শনাক্তকারী চিহ্ন (যদি পাওয়া যায়)।

৬.৩.৩.৫ যদি ঐ পরিস্থিতি অথবা পরবর্তীতে সম্ভব হয় তাহলে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত কিছু ছবি নির্দিষ্ট তথ্যসূত্রের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে:

(১) মৃতদেহের উপরের এবং নিচের অংশের ছবি,

(২) পরিধেয় সব পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং অন্য কোনো শনাক্তকরণ চিহ্ন (Distinguishing feature)।

9. নিখোঁজ ব্যক্তি বলতে যে দুর্যোগকালে বা যে দুর্যোগের অব্যবহিত পরে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা বা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে শুধু ঐ দুর্যোগে নিখোঁজ ব্যক্তিদেরকে বুঝাবে। পূর্ববর্তী অন্য কোন দুর্যোগে কিংবা অন্য কোনভাবে নিখোঁজ ব্যক্তিকে এই 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৬' এর আওতায় নিখোঁজ ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

৬.৩.৩.৬ ছবি তোলার সময় নিম্নের বিষয়গুলো অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে:

(১) অস্পষ্ট ছবি ব্যবহারযোগ্য নয়;

(২) ছবি মৃতদেহের খুব কাছাকাছি থেকে তুলতে হবে। যখন মুখের ছবি তোলা হবে তখন অবশ্যই তা সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে হতে হবে;

(৩) মৃতদেহের ছবি তোলার সময় ফটোগ্রাফার অবশ্যই মৃতদেহের একদম মাঝ বরাবর দাঁড়াবেন, মাথা বা পায়ের কাছে নয়;

(৪) ছবি দেখে সংশ্লিষ্ট দেহের সাথে সাদৃশ্য আছে এমনটা নিশ্চিত করার জন্য ছবিতে অবশ্যই মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরটি স্পষ্ট করে তুলবেন এবং শারীরিক একটি অনুপাত থাকতে হবে যাতে ছবিতে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।

৬.৪। রেকর্ড (আবশ্যিক)

৬.৪.১ যদি ছবি তোলা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরের সাথে পরিশিষ্ট-১ (মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম) অনুসরণ করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতে হবে:

(১) লিঙ্গ (দৈহিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে, প্রয়োজনে গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রজনন অঙ্গ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে) সুনিশ্চিত হতে হবে;

(২) আনুমানিক বয়সসীমা (নবজাতক, শিশু, বয়ঃসন্ধি,পূর্ণবয়স্ক অথবা বৃদ্ধ ইত্যাদি);

(৩) মৃত ব্যক্তি প্রতিবন্ধী কি-না? হলে প্রতিবন্ধীর ধরণ;

(৪) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র (অলংকার, পোশাক, পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি);

(৫) ত্বকের উপর দেখা যায় এমন কোনো শনাক্তকরণ চিহ্ন (যেমন-উল্কি,ক্ষত/কাটা দাগ, জন্মচিহ্ন) অথবা দেখা যায় শরীরের এমন কোনো অস্বাভাবিকতা।

৬.৪.২. যদি কোনো ধরনের ছবি তোলা না হয়ে থাকে তাহলে যা সংরক্ষণ করতে হবে:

(১) লিঙ্গ,

(২) গায়ের রং,

(৩) উচ্চতা,

(৪) চুলের রং ও দৈর্ঘ্য,

(৫) চোখের রং,

(৬) গোঁফ/দাড়ি,

(৭) রক্তের গ্রুপ (যদি সম্ভব হয়),

(৮) শরীরের কোনো জন্মদাগ।

৬.৪.৩ ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র সংরক্ষণ

৬.৪.৩.১ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অবশ্যই সাবধানতার সাথে প্যাকেটে সংরক্ষণ করতে হবে, উক্ত প্যাকেটেও মৃতদেহে দেওয়া একই মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর লাগাতে হবে এবং মৃতদেহ বা বিচ্ছিন্ন অংশের সাথে আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.৪.৩.২ শরীরের সাথে অবশ্যই পোশাক রাখতে হবে।

৬.৪.৪ শনাক্তকরণ এবং আত্মীয়দের দেখানো

৬.৪.৪.১ শনাক্তকরণের জন্য প্রথমে সবোর্চ্চ মানের পরিষ্কার ছবি দেখাতে হবে।

৬.৪.৪.২ ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণ আরো সঠিক করে তুলতে ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণের সময় মৃতদেহ এমনভাবে দেখাতে হবে, যা শোকাহত আত্মীয়-স্বজনদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

৬.৪.৪.৩ ব্যাপক দুর্যোগের ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায়, শত শত মৃতদেহ দেখার ফলে শোকাহত আত্মীয় পরিজনের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় তা সঠিকভাবে ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিতে পারে।

৬.৪.৪.৪ অন্যান্য তথ্য যেমন- ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বা পোশাক শনাক্তকরণের মধ্যে দিয়ে ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬.৪.৪.৫ মৃতদেহের ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণে নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ক্রস চেকের মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে (পরিশিষ্ট-২, নিখোঁজ ব্যক্তি ছক দ্রষ্টব্য)।

৬.৪.৫ মৃতদেহে মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর প্রদান

৬.৪.৫.১ প্রতিটি মৃতদেহ বা প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অংশের জন্য অবশ্যই একটি মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর দিতে হবে। এজন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :

স্থান	-	উদ্ধারকারী দল বা ব্যক্তি	-	মৃতদেহের সংখ্যা

৬.৪.৫.২ নিম্নের উদাহরণ দু'টির যে কোন একটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

আমতলী — ক দল —০০০১
আমতলী — জুবায়ের — ০০০১

স্থান : যেখানে সম্ভব, প্রতিটি মৃতদেহের সাথে একটি মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর ও উদ্ধারকৃত স্থানের নাম উল্লেখ করতে হবে। যদি উদ্ধার স্থান জানা সম্ভব না হয়, তার পরিবর্তে যেখানে শনাক্তকরণ/সংরক্ষণের জন্য মৃতদেহ নেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করুন।

উদ্ধারকারী দল/ব্যক্তি : মৃতদেহ উদ্ধারকারী ব্যক্তি বা দলের নাম বা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

মৃতদেহের সংখ্যা : প্রতিটি স্থান থেকে উদ্ধারকৃত মৃতদেহের সংখ্যা ক্রমানুসারে গণনা করতে হবে (যেমন-০০০১, অর্থ মৃতদেহ সংখ্যা ১)। ক্রমানুসার নম্বর তালিকার জন্য পরিশিষ্ট-৩ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দেহটি কোথায় কখন পাওয়া গেছে এবং কে বা কোন দল/সংস্থা উদ্ধার করেছেন তার বর্ণনা অবশ্যই মৃতদেহের শনাক্তকরণ ফর্মে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে (পরিশিষ্ট-১, মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম)।

৬.৪.৫.৩ আধুনিক পদ্ধতিতে মৃতদেহের ডাটাবেজ তৈরি করতে হলে প্রতিটি মৃতদেহের জন্য ডিজিটাল নম্বরের প্রবর্তন করতে হবে। এ কাজটি জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও জন্মনিবন্ধন নম্বরের সাথে

সমন্বয় করতে হবে। কোনো দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজের সমাপ্তি ঘোষণার পর নিম্নবর্ণিত ছকে তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে:-

জন্ম সাল	জেলা কোড	আর এম ও কোড	উপজেলা কোড	ইউনিয়ন/পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড/ ক্যান্ট. বোর্ড কোড	এন আই ডি কোড	মৃতদেহের বিশেষ শ্রেণি	ক্রমিক নম্বর
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর							
০০০০	০০	০	০০	০০	০০০০০০	০০	০০০০

জেলার নাম ও কোড : যে জেলা দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম চলছে সেই জেলার নাম ও কোড নম্বর লিখতে হবে। জেলা কোড ২ ডিজিটের হবে (যেমন-০১, ০২,.....৯৯)।

আর এম ও কোড : আর এম ও কোড যথা-ইউনিয়ন পরিষদের এলাকার জন্য ১, পৌরসভা নয় এমন উপজেলা সদরের জন্য ৩, পৌরসভার জন্য ২, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য ৫, সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৯ ও অন্যান্য এলাকার জন্য ৪ লিখতে হবে।

উপজেলার নাম ও কোড : যে উপজেলা দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম চলছে সেই উপজেলার নাম ও কোড নম্বর লিখতে হবে। উপজেলা কোড ২ ডিজিটের হবে (যেমন-০১, ০২,.....৯৯)।

সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম ও কোড: যে সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃতদেহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম চলছে সেই সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নাম ও কোড নম্বর লিখতে হবে। এ কোড ২ ডিজিটের হবে (যেমন-০১, ০২,.....৯৯)।

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর কোড : এন.আই.ডি. কোডটি ৬ ডিজিটের হবে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পাওয়ার পর এ কলাম পূরণ করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রথমে লিখিত জন্ম সালটিও তখন দিতে হবে।

জেন্ডার/শ্রেণি : এ কলামে জেন্ডার বা শ্রেণির মানুষের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ কোড ২ ডিজিটের হবে। উদ্ধারকৃত মৃতদেহটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হলে ০১, পূর্ণবয়স্ক নারী হলে ০২, শিশু (১৮ বছরের কম) হলে ০৩, বৃদ্ধ (৬০ বছরের বেশি) হলে ০৪ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি[10] হলে ০৫ হবে।

মৃতদেহের সংখ্যা : প্রতিটি স্থান থেকে উদ্ধারকৃত মৃতদেহের সংখ্যা ক্রমানুসারে গণনা করতে হবে। এটা ৪ ডিজিটের হবে (যেমন-০০০১, অর্থ মৃতদেহ সংখ্যা ১।) ক্রমানুসার নম্বর তালিকার জন্য পরিশিষ্ট-৩ দেখতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দেহটি কোথায় কখন পাওয়া গেছে এবং কে বা কোন সংস্থা উদ্ধার করেছেন তার বর্ণনা অবশ্যই মৃতদেহের শনাক্তকরণ ফর্মে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে (পরিশিষ্ট-১, মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম)।

৬.৪.৫.৪ যে সকল মৃতদেহ ভিজ্যুয়াল চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়নি তা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক তদন্তের জন্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে DNA পরীক্ষা করতে হবে ।

[10] প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ১২ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যে কোন একটিকে বুঝাবে।

৬.৪.৫.৫ যে সকল মৃতদেহ সম্পূর্ণ নয় (অংশ বিশেষ), তার ছাড়পত্র দেয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, নতুবা পরবর্তীতে মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশ ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে DNA পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিক ছবিসমূহ	
ক) সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল	খ) সম্পূর্ণ শরীর
গ) শরীরের উপরের অংশ	ঘ) শরীরের নিচের অংশ

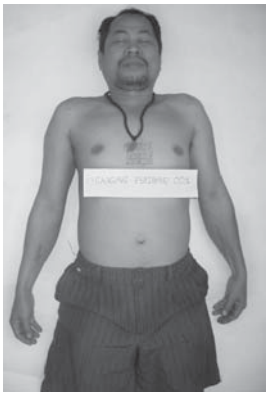

উৎস : পনগ্রুক শ্রীবানভিটমঙ্গকল, ফটোগ্রাফার : কান্ট টঙ্গট্যম না আয়ুথ্যা

দ্রষ্টব্য : কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবীর ছবি তোলা হয়েছে, এখানে কোন মৃত ব্যক্তির দেহ ব্যবহার করা হয়নি।

অধ্যায়-৭

মৃতদেহ হস্তান্তর

৭.১ সামগ্রিক দিক

৭.১.১ শনাক্তকৃত সকল মৃতদেহ স্থানীয় ধর্মীয় প্রথা ও আচার (Culture) অনুযায়ী দাফন/সৎকারের জন্য আত্মীয়-পরিজন বা কমিউনিটি বা ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

৭.১.২ শনাক্ত করা যায় নি এমন মৃতদেহগুলো দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা অনুচ্ছেদ ৯.৫.১ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.২ মৃতদেহের অব্যাহতি বা হস্তান্তর করা

৭.২.১ শনাক্তকরণ সুনিশ্চিত হলেই কেবল মৃতদেহ হস্তান্তর করা যেতে পারে।

৭.২.২ মৃতদেহের ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণে নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ক্রস চেক করার পর মৃতদেহ হস্তান্তর করতে হবে (পরিশিষ্ট-২, নিখোঁজ ব্যক্তি ছক যাচাই করতে হবে)।

৭.২.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের (কমিটি কর্তৃক অথরাইজড ব্যক্তি) মাধ্যমেই কেবল মৃতদেহ হস্তান্তর করতে হবে, যা অবশ্যই ছাড়পত্রের তথ্যও প্রদান করবে (চিঠি বা ডেথ সার্টিফিকেট)।

৭.২.৪ যিনি মৃতদেহ নেওয়ার জন্য আবেদন করবেন সেই ব্যক্তি বা নিকটাত্মীয়ের নাম এবং বিস্তারিত যোগাযোগের ঠিকানা মৃতদেহের মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.২.৫ মৃত্যু সনদ দেয়ার ক্ষেত্রে 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪'-এর ধারা-৪ ও ১১ অনুসরণ[11] করতে হবে-

৭.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩'-এর ৭(খ) নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পরিমাণ নগদ অর্থ (সময় সময় সংশোধন অনুযায়ী) প্রতিটি মৃতদেহ-এর জন্য তাঁর Spouse বা নিকটাত্মীয়কে মৃতদেহ ছাড় করার সময়ই প্রদান করতে হবে।

---

[11] অনুসরণ অর্থ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর ধারা-৪ ও ১১-এর নিম্নবর্ণিত অংশ বিবেচনা করতে হবে :

ধারা-৪ এর:

(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন, যথাঃ

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক কর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর;

(খ) পৌরসভা এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক বা তৎকর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সদস্য;

(ঘ) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) বিদেশে জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ পর্যন্ত বিদেশে বসবাসরত কোন বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

(২) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

ধারা-১১: কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে নিবন্ধক নির্ধারিত ফি ও পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করবেন।

অধ্যায়-৮

মৃতদেহ সাময়িক সংরক্ষণ

৮.১ সামগ্রিক দিক

৮.১.১ মৃতদেহ কোল্ড স্টোরেজ বা ঠাণ্ডায় সংরক্ষণ না করলে দ্রুত পচন ধরে।

৮.১.২ মৃতদেহ ১২-৪৮ ঘন্টা গরম আবহাওয়ায় থাকলে দ্রুত বিকৃতি ঘটে, তাতে চেহারা দেখে শনাক্তকরণ কঠিন হয়ে পড়ে।

৮.১.৩ ঠাণ্ডায় বা কোল্ড স্টোরেজে (যদি খাদ্যশস্য মজুদ না থাকে) বা হিমঘরে (Mortuary) সংরক্ষিত থাকলে মৃতদেহ অপেক্ষাকৃত ধীরে বিকৃত হয় এবং শনাক্তকরণে সহায়ক হয়।

৮.২ সংরক্ষণের কৌশলসমূহ

৮.২.১ বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। তাই সংরক্ষণের সময় অবশ্যই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.২.২ সংরক্ষণে যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, সংরক্ষণের পূর্বে প্রতিটি মৃতদেহ বা দেহের বিচ্ছিন্ন অংশ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ বহনকারী ব্যাগ বা চাদর বা সাদা কাপড় দ্বারা মুড়িয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.২.৩ মৌলিক শনাক্তকরণ নম্বরযুক্ত একটি পানিরোধক (ওয়াটার প্রুফ) লেবেল (যেমন-প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো কাগজ) অবশ্যই ব্যবহার (অনুচ্ছেদ ৬.৪.৫.২ এর যেকোনো একটি বক্স অনুযায়ী) করতে হবে।

৮.২.৪ মৃতদেহ বা দেহবহনকারী ব্যাগ বা চাদরে কোনোভাবেই মৌলিক শনাক্তকরণ নম্বরটি লেখা যাবে না; কেননা সংরক্ষণের সময় এটি সহজেই মুছে যেতে পারে।

৮.৩ হিমায়িতকরণ

৮.৩.১ ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে হিমায়িতকরণ সবচেয়ে ভাল উপায়।

৮.৩.২ বাণিজ্যিক শিপিং প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবহৃত হিমায়িতকরণ যন্ত্রযুক্ত বহনযোগ্য কন্টেইনারগুলো একসাথে পঞ্চাশটি পর্যন্ত মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে।

৮.৩.৩ স্থানীয় হাসপাতালের মর্গ, স্থানীয় কোল্ডস্টোরেজগুলোও (যদি খাদ্যদ্রব্য মজুদ না থাকে) মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে।

৮.৩.৩ দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে কন্টেইনার, কোল্ডস্টোরেজ (যদি খাদ্যদ্রব্য মজুদ না থাকে), মর্গ ইত্যাদি সহজপ্রাপ্য না হলে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না হিমায়িতকরণ ব্যবস্থা সহজে পাওয়া যাবে তার আগ পর্যন্ত অবশ্যই স্থানীয়ভাবে বিকল্প কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা-২৬ অনুযায়ী যে কোনো হাসপাতাল মর্গ, কোল্ডস্টোরেজ (যদি খাদ্যদ্রব্য মজুদ না থাকে), হিমায়িতকরণ যন্ত্রযুক্ত বহনযোগ্য কন্টেইনার বা মৃতদেহ সাময়িকভাবে হিমায়িত করা যায় এমন স্থান বা বাহন হুকুমদখল বা রিকুইজিশন করা যাবে।

৮.৩.৫ অল্পসময় সংরক্ষণের জন্য ড্রাই আইস [কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) -৭৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জমে যায়] উপযুক্ত ব্যবস্থা হতে পারে। ড্রাই আইস ব্যবহারে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত

সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে-

(১) ড্রাই আইস কখনই মৃতদেহের ওপর রাখা যাবে না, এমনকি মৃতদেহ কিছু দিয়ে মোড়ানো থাকা অবস্থাতেও না; কারণ ড্রাই আইস মৃতদেহের সংস্পর্শে আসলে মৃতদেহকে নষ্ট করে দেয়।

৮.৩.৬ সাময়িক সংরক্ষণের জন্য বরফের ব্যবহার এড়িয়ে যেতে হবে। কারণ বরফ গলা পানি মৃতদেহ বা মৃতের শরীরে রক্ষিত বস্তু (যেমনঃ আইডি কার্ড/পাসপোর্ট ইত্যাদি) নষ্ট হবে এবং দূষণ ঘটাবে।

৮.৪ সাময়িক সমাধিস্থ

৮.৪.১ যেখানে আর কোনো কৌশল বা পদ্ধতি নেই সেখানে সাময়িক দাফন একটি ভাল বিকল্প পদ্ধতি বা কৌশল হতে পারে। তবে এ দাফন অবশ্যই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে করতে হবে।

৮.৪.২ মাটির নিচের তাপমাত্রা ওপরের চেয়ে কম, যা প্রাকৃতিক উপায়ে হিমায়িতকরণের কাজ করে।

৮.৪.৩ ভবিষ্যতে সহজেই খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং মৃতদেহ উদ্ধারের সুবিধার্থে সাময়িক সমাধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে তৈরি করতে হবে-

(১) অল্প সংখ্যক মৃতদেহের জন্য আলাদা আলাদা সমাধিক্ষেত্র ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু মৃতদেহের সংখ্যা বেশি হলে লম্বা একটি গর্ত করতে হবে;

(২) সমাধিস্থানটি অবশ্যই ১.৫ মিটার গভীর এবং খাবার পানির উৎস থেকে কমপক্ষে ২০০ মিটার দূরে হতে হবে (অধ্যায়-৯, 'মৃতদেহ দীর্ঘসময় সংরক্ষণ' পদ্ধতি দ্রষ্টব্য);

(৩) প্রতিটি মৃতদেহের মাঝে অন্তত ০.৪ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে;

(৪) প্রতিটি মৃতদেহ স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে হবে (অধ্যায়-৬ এর 'মৃতদেহ শনাক্তকরণ' দ্রষ্টব্য) এবং তাঁদের সমাধিস্থল সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

ড্রাই আইস

ছবির শিরোনাম : ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ থাইল্যান্ডে সংঘটিত সুনামীতে নিহতদের অস্থায়ী সমাধি

অধ্যায়-৯

মৃতদেহ দীর্ঘ-সময় সংরক্ষণ

৯.১ সামগ্রিক দিক

৯.১.১ শনাক্ত করা যায়নি এমন মৃতদেহগুলো দীর্ঘ-সময় ধরে সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়। এরূপ মৃতদেহের ক্ষেত্রেও স্থানীয় ও ধর্মীয় আচার অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.১.২ এ কাজে স্থানীয় কমিউনিটি বা ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড বা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম-এর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

৯.১.৩ যেহেতু সমাধিস্থকরণ যাবতীয় প্রমাণাদি সংরক্ষণ করে, তাই ভবিষ্যতে ফরেনসিক তদন্তের প্রয়োজনে এটি (সমাধিস্থকরণ) সবচেয়ে ভাল পন্থা।

৯.১.৪ বিভিন্ন কারণে শনাক্ত করা যায় নি এমন মৃতদেহগুলো সৎকারের উদ্দেশ্যে পোড়ানো বা দাহ অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে-

(১) দাহ বা পোড়ালে ভবিষ্যতে শনাক্ত করার জন্য সব ধরণের প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে যায়;

(২) বিপুল পরিমাণে জ্বালানি (সাধারণত কাঠ) খরচ হয়;

(৩) অনেক সময়ই সম্পূর্ণভাবে পোড়ানো যায় না, ফলে প্রায়শই আংশিক পোড়া মৃতদেহ আবার দাফন করতে হয়;

(৪) বিপুল পরিমাণে মৃতদেহ পোড়ানোর প্রয়োজন হলে সে অনুসারে মৃতদেহ দাহ বা পোড়ানোর আয়োজন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

৯.২ সমাধিক্ষেত্রের অবস্থান

৯.২.১ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে সমাধিক্ষেত্রের স্থান নির্বাচন করতে হবে। সহজেই পাওয়া যায় এমন স্থান বিবেচনা করতে হবে।

৯.২.২ মাটির অবস্থা, মাটির নিচে পানির স্তর ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

৯.২.৩ সমাধিক্ষেত্রের পাশেই কমিউনিটি বাস করে এমন স্থান অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

৯.২.৪ স্থানটি অবশ্যই এত কাছে হতে হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি সদস্যগণ সহজেই পরিদর্শন করতে পারেন।

৯.২.৫ সমাধিক্ষেত্রটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং মাঝে গাছপালা লাগানোর মতো অন্তত ১০ মিটার চওড়া একটি জায়গা রেখে চারিদিক ঘিরে লোকবসতি থেকে আলাদা করে দিতে হবে।

৯.৩ পানির উৎস থেকে দূরত্ব

৯.৩.১ সমাধিক্ষেত্রটি অবশ্যই পানির উৎস, যেমন- নদী, লেক, ঝর্ণা, জলপ্রপাত, সমুদ্রসীমা এবং যে কোন তীর থেকে অন্তত ২০০ মিটার দূরে থাকতে হবে।

৯.৩.২ সম্ভাব্য সমাধিক্ষেত্র থেকে খাবার পানির উৎসের দূরত্ব নিচের ছকে দেয়া হলো। স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং মাটির অবস্থার উপর ভিত্তি করে এ দূরত্ব কম-বেশি হতে পারে:-

মৃতদেহের সংখ্যা	খাবার পানির উৎসগুলো থেকে দূরত্ব
৪ বা এর চেয়ে কম	২০০ মিটার
৫ থেকে ৬০	২৫০ মিটার
৬১ বা এর বেশি	৩০০ মিটার
১২০টি মৃতদেহ বা আরো বেশি	৩৫০ মিটার

৯.৪ সমাধি নির্মাণ

৯.৪.১ যদি সম্ভব হয়, প্রতিটি মৃতদেহ পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত এবং আলাদা করে সমাধিস্থ করতে হবে।

৯.৪.২ বড় ধরণের দুর্যোগে, দাফনের জন্য যৌথ কবরস্থান অনেক সময় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৯.৪.৩ যে কোনো পরিস্থিতিতে মৃতদেহের অবস্থানে প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতি বা অনুশাসনকে গুরুত্ব দিতে হবে (যেমন-মুসলিমদের ক্ষেত্রে মাথা পশ্চিম দিক বা মক্কামুখি করে দেয়া ইত্যাদি)।

৯.৪.৪ যৌথ দাফনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি এক লাইনের গর্তে মৃতদেহগুলো সমান্তরালভাবে একটি অন্যটি থেকে ০.৪ মিটার দূরত্বে রাখতে হবে।

৯.৪.৫ প্রতিটি দেহ একটি পানিরোধক লেভেলের উপর লেখা মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরসহ সমাধিস্থ করতে হবে।

৯.৪.৬ ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের জন্য মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বরটি অবশ্যই মাটির উপরে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে রাখতে হবে এবং সমাধিক্ষেত্রের একটি নকশা করে তাতে প্রতিটি মৃতদেহের অবস্থান ভিত্তিক মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর লিখে রাখতে হবে।

৯.৪.৭ যদিও এখানে সমাধিক্ষেত্রের গভীরতার জন্য নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই, তবে এক্ষেত্রে পরামর্শ হল যে-

(১) সমাধির গভীরতা অবশ্যই ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটারের মধ্যে হতে হবে;

(২) সমাধিতে মৃতদেহ ৫টির কম হলে সমাধির নিচের স্তর থেকে মাটির যে স্তরে পানি ওঠে (Water level) তার মধ্যকার দূরত্ব অন্তত ১.২ মিটার (বালুতে সমাধি হলে ১.৫ মিটার) হতে হবে;

(৩) সমাধিতে মৃতদেহ ৫টির বেশি হলে সমাধির নিচের স্তর থেকে মাটির যে স্তরে পানি ওঠে (Water level) তার মধ্যকার দূরত্ব অন্তত ২.০ মিটার হতে হবে;

(৪) এ দূরত্ব মাটি ও পানির অবস্থার ওপর নির্ভর করে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে।

৯.৫ স্থায়ীভাবে সমাধিস্থ করা

৯.৫.১ মৃতদেহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে বর্ণিত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অনুসরণীয় বিষয়গুলো হলো:

(১) জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব: মৃত মানুষের দেহ এবং গবাদিপশুর[12] সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতির অবনতির কারণে যাতে মহামারি দেখা না দেয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা [৫.২ (জ) নং অনুচ্ছেদে (পুনর্বাসন পর্যায়)];

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব: স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, সিপিপি, স্বেচ্ছাসেবক, প্রয়োজনবোধে এফএসসিডি/বিজিবি/সেনাবাহিনী/নৌবাহিনী/বিমানবাহিনী/কোস্টগার্ড/পুলিশ/আনসার ও ভিডিপি সদস্য এবং পরিবার পরিকল্পনা/মৎস্য/কৃষি/পশুপালন বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতায় মৃতদেহ সৎকার এবং মৃত পশু-পাখি মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা [৫.৩ (ঞ) নং অনুচ্ছেদে (পুনর্বাসন পর্যায়)];

(৩) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব: স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী এবং প্রয়োজন হলে পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনীর সাহায্যে মানুষের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং গবাদিপশুর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা [৫.৪ (ঙ) নং অনুচ্ছেদে (পুনর্বাসন পর্যায়)]।

৯.৫.২ যে সকল মৃতদেহের কোনো দাবিদার বা নিকটাত্মীয়কে পাওয়া যাবে না সে সকল মৃতদেহ ৮.৪. নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তপূরণ পূর্বক স্থানীয় কবরস্থানে স্থায়ীভাবে কবরস্থ করতে হবে।

৯.৫.৩ প্রতিটি কবরে পূর্বে দেওয়া মৌলিক তথ্যসূত্র নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনে পুনরায় উত্তোলন বা/এবং মেডিক্যাল পরীক্ষা করা যায়।

12. গবাদিপশু বলতে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদিকে বোঝাবে।

অধ্যায়-১০

মৃতদেহ বিষয়ে গণযোগাযোগ এবং গণমাধ্যম

১০.১ সামগ্রিক দিক

১০.১.১ সঠিক গণযোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার ও শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১০.১.২ নির্ভুল, স্পষ্ট, সময়োচিত এবং হালনাগাদ তথ্য ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির মানসিক চাপ কমাতে পারে এবং গুজবের উত্তেজনা হ্রাস ও ভুল সংশোধন করতে পারে (অধ্যায়-১২)।

১০.১.৩ ব্যাপক দুর্যোগে সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা খবরের মাধ্যমগুলো (টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ, ইন্টারনেট ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকগণ প্রায় সময়ই দুর্যোগের পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।

১০.২ গণমাধ্যমের সাথে কার্যক্রম

১০.২.১ সাধারণত অধিকাংশ সাংবাদিকই নির্ভুল এবং দায়িত্বশীল তথ্য প্রদান করতে চান। তাদের সব সময় তথ্য সরবরাহ করলে ভুল রিপোর্টের পরিমাণ কমবে।

১০.২.২ গণমাধ্যমের সাথে স্বতঃপ্রণোদিত এবং সৃজনশীল মনোভাব নিয়ে যোগাযোগ রাখুন:

(১) পূর্ব থেকেই স্থানীয় পর্যায়ে একজন, জেলা পর্যায়ে একজন এবং জাতীয় পর্যায়ে একজন জনসংযোগ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে হবে, যাতে দুর্যোগের পরপরই তাঁরা দায়িত্ব পালন শুরু করতে পারেন;

(২) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কাছাকাছি একটি অস্থায়ী জনসংযোগ অফিস স্থাপন করতে হবে; ভবিষ্যতে Incident Management System এর সাথে সমন্বয় করে এ অফিস প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

(৩) পেশাদারী মনোভাব নিয়ে সহযোগিতা করুন (যেমন-সকাল-বিকাল ব্রিফিং/বিবৃতি তৈরি করা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি)।

১০.২.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা-৩৪ অনুযায়ী সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া দুর্যোগের সকল সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে। প্রয়োজনে এ বিধান প্রয়োগ করতে হবে।

১০.৩ জনগণের সাথে কার্যক্রম

১০.৩.১ নিখোঁজ ও মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় পরিজনদের সহায়তার জন্য যত দ্রুত সম্ভব একটি অস্থায়ী তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এ তথ্যকেন্দ্রটি অস্থায়ী জনসংযোগ অফিসের সাথে সমন্বয় করে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

১০.৩.২ মৃত ও জীবিতদের সুনিশ্চিত একটি তালিকা যাতে সহজেই পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অফিসিয়াল স্টাফ কর্তৃক নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১০.৩.৩ উদ্ধারের পদ্ধতি, শনাক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং মৃতদেহ হস্তান্তরের তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

১০.৪ ত্রাণ বিতরণকারী সংস্থার সাথে কার্যক্রম

১০.৪.১ নিম্নোক্ত সংস্থাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সাথে সরাসরি যোগাযোগ রেখে স্থানীয়ভাবে তথ্য সরবরাহের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে:

(১) সরকারি ত্রাণকর্মী,

(২) জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ,

(৩) আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি,

(৪) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি,

(৫) এনজিওকর্মীবৃন্দ,

(৬) ত্রাণ বিতরণকারী অন্য সংস্থাসমূহ।

১০.৪.২ সহায়তাকারীগণ সবসময় ভালোভাবে তথ্যগুলো নাও জানতে পারেন এবং বিশেষ করে মৃতদেহ সম্পর্কিত সংক্রামক রোগ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিতে পারেন।

১০.৪.৩ সাহায্যকারী সংস্থাসমূহকে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি প্রদান গুজব কমাতে এবং ভুল তথ্য এড়াতে সহায়তা করবে (অধ্যায়-১২)।

১০.৫ ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম

১০.৫.১ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের আত্মীয়-পরিজনদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

১০.৫.২ সাংবাদিকগণ কর্তৃক সরাসরি ছবি তোলা, ব্যক্তিগত তথ্য রেকর্ড অথবা ক্ষতিগ্রস্তদের নাম সংরক্ষণে অবশ্যই অনুমোদিত নয়। তবে, কর্তৃপক্ষ শনাক্তকরণ পদ্ধতির সহায়তার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে এই তথ্যসমূহ পরিবেশন বা প্রকাশের সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

১০.৫.৩ দুর্যোগের পরপরই, ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা বা না করার বিষয়ে অবশ্যই একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আনুমানিক পরিসংখ্যান বা গণনা অনেক সময়ই ভুল হতে পারে আর অন্য দিকে এ অফিসিয়াল পরিসংখ্যান গণমাধ্যম কর্তৃক অতিরঞ্জিত রিপোর্ট প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা-৩৪ অনুসরণে নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে।

অধ্যায়-১১

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং আত্মীয়দের প্রতি সহযোগিতা

১১.১ সামগ্রিক দিক

১১.১.১ মৃত এবং শোকাহতদের প্রতি সবসময়ই শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

১১.১.২ নিখোঁজ প্রিয়জনদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সে সম্পর্কে তাদের পরিবারের জানতে চাওয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১১.১.৩ উদ্ধার এবং শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই বাস্তবসম্মত এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

১১.১.৪ মৃত/ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি অবশ্যই সহানুভূতিশীল এবং যত্নশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে হবে।

১১.১.৫ অবশ্যই ভুল শনাক্তকরণ এড়াতে হবে।

১১.১.৬ পরিবার-পরিজনদের মনো-সামাজিক সহযোগিতা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

১১.১.৭ সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুভুতি অবশ্যই বিবেচিত হতে হবে।

১১.২ ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্তকরণ

১১.২.১ পরিবার-পরিজনদের সহযোগিতা বা সহায়তার লক্ষ্যে অবশ্যই একটি পরিবারিক যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১১.২.২ মৃত/ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার-পরিজনদেরকে তাদের প্রিয়জন সম্পর্কিত সংগৃহীত নানা তথ্য এবং শনাক্তকরণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানাতে হবে।

১১.২.৩ মৃত এবং নিখোঁজদের পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার ও মৃতদেহ শনাক্তকরণের আনুমানিক সময়তালিকা এবং পদ্ধতিসহ সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অবশ্যই একটি বাস্তবসম্মত ধারণা দিতে হবে।

১১.২.৪ পরিবারকে নিখোঁজ আত্মীয় সম্পর্কে রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।

১১.২.৫ যত দ্রুত সম্ভব শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১.২.৬ শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্করা মৃতদেহের ভিজ্যুয়াল শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে না।

১১.২.৭ সমাধিস্থকরণের একটি অংশ হিসাবে শেষবারের মতো প্রিয়জনকে দেখার জন্য পরিবার-পরিজনদের উপস্থিতি অবশ্যই মর্যাদার সাথে গ্রহণযোগ্য।

১১.২.৮ একবার শনাক্তকরণ হয়ে গেলে, মৃতদেহ যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের Spouse বা রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করতে হবে (৭.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারি অনুদান প্রদানসহ)।

১১.৩ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিকসমূহ

১১.৩.১ সকল সংস্কৃতির এবং ধর্মে শোকাহত আত্মীয়-পরিজনদের একান্ত ইচ্ছা থাকে তাদের প্রিয়জনের শনাক্তকরণ।

১১.৩.২ মৃতদেহ উদ্ধার, ব্যবস্থাপনা এবং শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে বুঝতে এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় ও ধর্মীয় নেতাদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা নিতে হবে।

১১.৩.৩ অশ্রদ্ধার সাথে মৃতদেহের ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর স্বজনদের মর্মাহত করতে পারে এবং তা সবসময়ই এড়ানো উচিত।

১১.৩.৪ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে নৈতিকতা ও সাবধানতার সাথে মৃতদেহ হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

১১.৩.৫ নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারদের মধ্যে হস্তান্তরে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ জন্য উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া কিংবা তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করা খুবই জরুরি।

১১.৪ সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব

১১.৪.১ প্রয়োজনীয়তা, সংস্কৃতি ও অবস্থান এবং স্থানীয় মনোভাব অনুযায়ী মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করতে হবে;

১১.৪.২ এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানীয় সংস্থা, যেমন-জাতীয় রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, এনজিওসমূহ, স্কাউটস্ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জরুরি মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করতে পারে।

১১.৪.৩ নিঃসঙ্গ শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অসহায় বৃদ্ধ মানুষ এবং বিচ্ছিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং যেখানেই সম্ভব তাঁদের পরিবারের সাথে পুনর্মিলন ঘটাতে হবে এবং পরিবারের সদস্য বা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তাদের যত্ন নিতে হবে।

১১.৪.৪ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত আচারাদির জন্য উপকরণগত সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে, যেমন-দাফনের কাপড়, কফিন ইত্যাদি।

১১.৪.৫ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ আইনগত ব্যবস্থা (যেমন-ডেথ সার্টিফিকেট প্রদান দ্রুতকরণ) গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে তা প্রকাশ করা উচিত।

অধ্যায়-১২

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব ও করণীয়

১২.১ জনগণের দায়িত্ব ও করণীয়

১২.১.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতদেহ কখনোই মহামারী ছড়ায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বা ডুবে বা আগুনে পুড়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। সাধারণত মৃত্যুর সময় ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে মহামারী সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো রকম জীবাণু, যেমন-কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া বা প্লেগ ইত্যাদি থাকে না।

১২.১.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরপরই জনগণের মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি খুবই সামান্য। তারা মৃতদেহ স্পর্শ বা নড়াচড়া করে না। তবে, মৃতদেহ থেকে নিঃসৃত মল-মূত্র খাবার পানির সংস্পর্শে আসলে, তা থেকে ডায়রিয়াজনিত রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

১২.১.৩ নিয়মমাফিক পানি শোধন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে পানিবাহিত এ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া যে নদী, খাল বা বিলে মৃতদেহ ছিল সে সকল উৎসের পানি পান ও ব্যবহার করা থেকে জনগণকে বিরত থাকতে হবে।

১২.১.৪ মৃতদেহে জীবাণুনাশক বা চুনের গুড়া ছড়ানো/ছিটানোর কোন কার্যকারিতা নেই। এটি পচন রোধ করে না বা কোনো ধরণের সুরক্ষা প্রদান করে না।

১২.১.৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর মৃতদেহ থেকে রোগ সংক্রমণ ঝুঁকির সম্ভাবনা কিছু কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমের দেয়া ভুল ধারণা।

১২.২ সরকারি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও করণীয়

১২.২.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর মৃতদেহ সংগ্রহ করা জরুরি। তবে জীবিতদের যত্নই প্রাধান্য পাবে। এক্ষেত্রে মৃতদেহের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই। তথাপি, যত দ্রুত সম্ভব মৃতদেহগুলো সংগ্রহ ও শনাক্তকরণের জন্য সরিয়ে ফেলতে হবে।

১২.২.২ মৃতদেহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য গণসমাধি কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। জনস্বাস্থ্যের দিক থেকেও দ্রুত গণসমাধি সমর্থনযোগ্য নয়। সঠিকভাবে শনাক্তকরণ না করেই দ্রুত সমাধি পরিবার ও কমিউনিটির জন্য মানসিকভাবে যন্ত্রণাদায়ক এবং গুরুতর আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে (যেমন-মৃতদেহ উদ্ধার এবং শনাক্তকরণে অপারগতার অভিযোগ উঠতে পারে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ইত্যাদি)।

১২.২.৩ যথাযথ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে মৃতদেহ সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি মৃতদেহের ছবি তুলতে হবে এবং বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে হবে। সকল মৃতদেহের শনাক্তকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। ভবিষ্যতে অভিজ্ঞ ফরেনসিক তদন্তে সাহায্য করার জন্য মৃতদেহ হিমায়িতকরণ কন্টেনার, কোল্ডস্টোরেজ (খাদ্যদ্রব্য মজুদবিহীন), ড্রাইআইস ব্যবহার বা সাময়িক সমাধিস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে।

১২.২.৪ আত্মীয়-পরিজনদের একান্ত ইচ্ছা (সকল সংস্কৃতি ও ধর্মের) তাদের মৃত প্রিয়জনের শনাক্তকরণ। এ শনাক্তকরণের সকল প্রচেষ্টা ও সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি মৃতদেহই আলাদাভাবে ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী সমাধিস্থ করা গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শোক ও মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে।

১২.২.৫ দুর্যোগে মৃত বিদেশিদের (দূতাবাসকর্মী, পর্যটক) পরিবারকে মৃতদেহ শনাক্তকরণ এবং প্রত্যাবাসন করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। যথাযথ শনাক্তকরণের সাথে গভীর অর্থনৈতিক এবং কুটনৈতিক বিষয়াদি জড়িত। মৃতদেহ অবশ্যই শনাক্তকরণের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিদেশি দূতাবাস এবং দূতকে অবহিত করতে হবে এবং সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং ইন্টারপোলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১২.৩ মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মীদের দায়িত্ব ও করণীয়

১২.৩.১ যারা সরাসরি মৃতদেহ উদ্ধারকার্যের সাথে জড়িত (উদ্ধারকর্মী, ডোম ইত্যাদি) তাদের যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস বি ও সি, এইচআইভি এবং ডায়রিয়াজনিত রোগ সংক্রমণের সামান্য ঝুঁকি আছে। তবে, এ সমস্ত রোগের জন্য দায়ী জীবাণুগুলো মৃতদেহে দু'দিনের (৪৮ ঘন্টা) বেশি টিকে থাকতে পারে না (একমাত্র ব্যতিক্রম এইচআইভি, যা মৃতদেহে ছয়দিন পর্যন্ত টিকে থাকে)।

১২.৩.২ প্লাস্টিকের গামবুট এবং গ্লাভস্ (হাতমোজা) পড়ে, সেই সাথে সাধারণ কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (যেমন-সাবান দিয়ে ভাল করে হাতধোয়া, গোসল করা ইত্যাদি) মেনে চললে এ সকল সংক্রমণ কমানো সম্ভব।

১২.৩.৩ বিকৃত মৃতদেহ নিঃসৃত গন্ধ অসহনীয়, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নয়, যদি না সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচল করে। কর্মীরা মাস্ক ব্যবহার করে মানসিকভাবে ভাল বোধ করলে তাদেরকে মাস্ক সরবরাহ করা যেতে পারে। তবে জনগণকে মাস্ক ব্যবহার করায় উদ্বুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই।

১২.৪ উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণকারীদের দায়িত্ব ও করণীয়

১২.৪.১ সাহায্যকারী হিসাবে রেড ক্রিসেন্টের যুব স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবক/স্কাউটস্‌গণ মৃতদেহ উদ্ধার ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রচার এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণে সহযোগিতা করতে পারে। সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় মৃতদেহ উদ্ধার ও পরিবারের কাছে হস্তান্তরে সহায়তা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে, জটিলতা এড়ানোর জন্য তাদেরকে প্রথমেই বিষয়টি জানতে, পরামর্শ নিতে এবং উপকরণ দ্বারা সজ্জিত হতে হবে।

১২.৪.২ এনজিও কর্তৃক এককভাবে কোন কাজ না করে সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার-পরিজনদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেয়া এবং তথ্য সংগ্রহ করাই হবে বেঁচে থাকা আত্মীয় পরিজনদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান। সে সাথে তারা (এনজিও) মৃতের প্রতি সঠিক আচরণ এবং শনাক্তকরণে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

১২.৪.৩ মৃতদের চেয়ে জীবিতদের জন্য চিকিৎসকের বেশী প্রয়োজন। মৃতদেহ দ্বারা মহামারীজনিত যে কোনো গুজবের বিরুদ্ধে তাঁর (চিকিৎসক) পেশাগত অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য। এ কাজে তাঁকে সহকর্মী এবং গণমাধ্যমের সাথে কথা বলে গুজবের অবসান ঘটাতে হবে।

১২.৪.৪ একজন সাংবাদিকের প্রধান দায়িত্ব হবে, মহামারীর সম্ভাবনায় মৃতদেহের গণসমাধি বা পুড়িয়ে দেয়ার প্রয়াজনীয়তা সংক্রান্ত কোনো মন্তব্য বা বিবৃতি শুনলে তার প্রতিবাদ করা। স্থানীয় PHO/WHO/ICRC/IFRC-এর প্রতিনিধি বা স্থানীয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে পরামর্শ করে এ নির্দেশিকা এবং অন্যান্য প্রকাশনার উল্লেখ করা। সাংবাদিকগণ অনুগ্রহ করে গুজব রটনাকারীর পেছনে ছুটবেন না। পেশাদারী মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করে তারপর প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

অধ্যায়-১৩

বিবিধ

১৩.১ কতিপয় আইনের সংরক্ষণ

১৩.১.১ এ 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬'-এর দ্বারা The Inland Shipping Ordinance, ১৯৭৬-এর কোনো বিধান কার্যকর বাধাগ্রস্ত হবে না।

১৩.১.২ এ 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬'-এর দ্বারা The Criminal Procedure Code 1898 এবং The Penal Code 1860-এর কোনো বিধান মতে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে না।

১৩.১.৩ যদি অন্য কোনো আইন বা বিধির সাথে এ 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা'-এর কোনো বিধানে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে আইন বা বিধি প্রাধান্য পাবে।

১৩.২ ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

১৩.২.১ এ নির্দেশিকা প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এর বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করবে।

১৩.২.২ বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১: মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম

পরিশিষ্ট-২: নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম

পরিশিষ্ট-৩: মৌলিক তথ্যের জন্য আনুক্রমিক নম্বরসমূহ

পরিশিষ্ট-৪: বডি ইনভেনটরি সীট বা পরিসংখ্যান তালিকা

পরিশিষ্ট-৫: দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ উদ্ধার এবং নিখোঁজ ব্যক্তির প্রতিবেদন

পরিশিষ্ট-৬: সহায়ক গ্রন্থ/প্রকাশনাসমূহ

পরিশিষ্ট-৭: নির্দেশিকাটির তথ্য উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ

দ্রষ্টব্য: যারা পরিশিষ্ট ১-৫ এর ফর্ম গ্রহণ বা অনুলিপি করতে ইচ্ছুক তারা ইন্টারনেট থেকে এমএস ওয়ার্ড বা পিডিএফ ফরম্যাটে ডাউনলোড করতে পারেন,(www.modmr.gov.bd অথবা www.ddm.gov.bd)

পরিশিষ্ট-১: মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম

(প্রতিটি মৃতদেহ/প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অংশের জন্য একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে)

মৃতদেহ/মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশ (মৃ.দে/দে.বি.অ) কোড: (প্রতিটির জন্য মৌলিক নির্দিষ্ট নম্বর ব্যবহার করুন এবং সংশ্লিষ্ট ফাইল, ছবি বা সংরক্ষিত সামগ্রীতেও তা যুক্ত করুন)
দেহের উল্লেখযোগ্য শনাক্তকরণ চিহ্ন :
প্রতিবেদকের নাম : ..... অফিসিয়াল পদবী : ..... তারিখ ও স্থান : ..... স্বাক্ষর : .....
উদ্ধারকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা (স্থান, তারিখ, সময় এবং উদ্ধারকর্তার নামসহ খুঁজে পাওয়ার সময়কার পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করুন। ঐ স্থানে অন্য আরো মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়ে থাকলে তার নাম এবং সম্ভাব্য সম্পর্ক উল্লেখ করুন যদি শনাক্ত করা হয়ে থাকে) :

পরিশিষ্ট-১: মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম (ধারাবাহিক)

মৃ.দে/দে.বি.অ কোড : .....

ক. দৈহিক বর্ণনা

ক.১	সাধারণ অবস্থা (একটি চিহ্নিত করুন)	অ	☐ সম্পূর্ণ দেহ	☐ অসম্পূর্ণ দেহ		☐ দেহের অংশ
		আ	☐ সঠিকভাবে সংরক্ষিত	☐ বিকৃত	☐ আংশিক কঙ্কালসার	☐ কঙ্কালসার
ক.২	সুস্পষ্ট লিঙ্গ (একটি চিহ্নিত করুন এবং প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করুন)		☐ পুরুষ	☐ মহিলা	☐ সম্ভবত পুরুষ	☐ সম্ভবত মহিলা	☐ অমীমাংসিত
			প্রমাণ ব্যাখ্যা করুন (প্রজনন অঙ্গ, দাড়ি ইত্যাদি) :				
ক.৩	বয়ঃক্রম (একটি চিহ্নিত করুন)		☐ নবজাতক	☐ শিশু	☐ কিশোর কিশোরী	☐ পূর্ণবয়স্ক	☐ বৃদ্ধ
ক.৪	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কি-না		☐ হ্যাঁ	☐ না	প্রতিবন্ধিতার ধরন:		
ক.৫	দৈহিক বর্ণনা (মাপুন বা একটি চিহ্নিত করুন)		উচ্চতা (মাথা থেকে পা পর্যন্ত:)		☐ খাটো	☐ মাঝারি	☐ লম্বা
			ওজন:		☐ হালকা-পাতলা	☐ মাঝারি	☐ মোটা
ক.৬	ক) মাথার চুল		রঙ:	দৈর্ঘ্য:	আকৃতি:	☐ টাক	☐ অন্যান্য:
	খ) মুখের চুল/লোম		☐ কিছু নাই	☐ মোঁচ আছে	☐ দাড়ি আছে	রঙ:	দৈর্ঘ্য:
	গ) শরীরের চুল/লোম		বর্ণনা:				
ক.৭	শারীরিক/দৈহিক (যেমন- কান, ভ্রু, নাক, চিবুক, হাত, পা, নখ-এর আকৃতি, অস্বাভাবিকতা/বিকৃতি, অঙ্গহীনতা/অঙ্গচ্ছেদ) শল্যচিকিৎসায় সংযোজিত বা প্রসথেসিস (কৃত্রিম অঙ্গ) ত্বকের চিহ্ন (ক্ষতচিহ্ন/কাটা দাগ, উল্কি, ছিদ্র জন্মদাগ, তিল, মাস ইত্যাদি) সুস্পষ্ট আঘাতসমূহ (স্থান ও দিকসহ) দাঁতের অবস্থা (দুধ দাঁত, স্থায়ী দাঁত, কৃত্রিম আবরণ, সোনার দাঁত, অলংকৃত দাঁত, কৃত্রিম দাঁত) যে কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য/স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন)		প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় লিখুন। যদি সম্ভব হয় প্রাপ্ত মূল বিষয়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যুক্ত করুন				

পরিশিষ্ট-১: মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম (ধারাবাহিক)

মৃ.দে/দে.বি.অ কোড : .....

খ) সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি

খ.১	পোশাক-পরিচ্ছদ	পোশাকের ধরন, রঙ, কাপড়ের প্রকৃতি/গঠন (সুতি, সিল্ক ইত্যাদি) মেরামত করা কি-না, ব্র্যান্ড/কোম্পানির নাম; যত বেশি সম্ভব বর্ণনা করুন:
খ.২	জুতা	ধরন (বুট, জুতা, স্যান্ডেল) সাইজ/মাপ, রঙ, কোম্পানির নাম; যত বেশি সম্ভব বর্ণনা করুন:
খ.৩	চোখের সামগ্রী	চশমা (রঙ, আকৃতি) কন্টাক্ট লেন্স ইত্যাদি; যতবেশি সম্ভব বর্ণনা করুন:
খ.৪	ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি/ জিনিসপত্র	ঘড়ি, জুয়েলারি, ওয়ালেট, চাবি, ফটোগ্রাফ, মোবাইল ফোন (নম্বরসহ) ঔষধ, সিগারেট, ইত্যাদি। যত বেশি সম্ভব বর্ণনা করুন:
খ.৫	পরিচয়জ্ঞাপক তথ্যসমূহ	পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, ভিডিও ক্লাব কার্ড ইত্যাদি। সম্ভব হলে ফটোকপি/অনুলিপি রাখুন। ধারণকৃত তথ্যগুলো বর্ণনা করুন:

পরিশিষ্ট-১: মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম (ধারাবাহিক)

মৃ.দে/দে.বি.অ কোড : .....

গ. রেকর্ড করা তথ্য

গ.১	আঙ্গুলের ছাপ	☐ হ্যাঁ	☐ না	কার মাধ্যমে? কোথায় সংরক্ষিত? উত্তর:
গ.২	দেহের ছবি	☐ হ্যাঁ	☐ না	কার মাধ্যমে? কোথায় সংরক্ষিত? উত্তর:

ঘ. পরিচয়

ঘ.১	পরিচয়ের ব্যাখ্যা	সম্ভাব্য পরিচয় নির্ণয়ের উৎস বা কারণগুলো বিশ্লেষণ করুন।

ঙ. দেহের অবস্থান

ঙ.১	সংরক্ষিত	সুনির্দিষ্টভাবে মর্গ, রেফ্রিজারেটেড কন্টেনার, কোল্ডস্টোরেজ (খাদ্যদ্রব্যবিহীন), সাময়িক দাফন ইত্যাদির স্থান বর্ণনা করুন:
		কার দায়িত্বে:
ঙ.২	ছাড়পত্র/ অব্যহতিপ্রাপ্ত	কার কাছে এবং তারিখ:
		কার তত্ত্বাবধানে/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমে:
		শেষ গন্তব্য:

পরিশিষ্ট-২: নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম

নিখোঁজ ব্যক্তির নম্বর/কোড: (একটি মৌলিক নম্বর ব্যবহার করুন এবং এটি সংশ্লিষ্ট সকল ফাইল, ছবি বা সংরক্ষিত দ্রব্যাদিতে সংযুক্ত করুন)
সাক্ষাৎকার গ্রহীতার নাম:
সাক্ষাৎকার গ্রহীতার বিস্তারিত পরিচিতি:
সাক্ষাৎকারদাতার (বৃন্দের) নাম (সমূহ):
নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক:
বিস্তারিত পরিচিতি ঠিকানা : ..... টেলিফোন নম্বার : .....ই-মেইল নম্বার : .....
নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য যোগাযোগকারী ব্যক্তি, যদি উপরের থেকে আলাদা/স্বতন্ত্র হন (খবরসমূহের জন্য যার সাথে যোগাযোগ করতে হবে) : নাম: ..... যোগাযোগের ঠিকানা: ..... টেলিফোন নম্বর: ..... মোবাইল নম্বর: ..... ই-মেইল নম্বর: ..... অন্যান্য (যদি প্রয়োজন হয়):

পরিশিষ্ট-২: নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম (ধারাবাহিক)

নি.ব্য নম্বর/কোড নম্বর: .....

ক. ব্যক্তিগত পরিচিতি

ক.১	নিখোঁজ ব্যক্তি	নাম: ডাকনামসমূহ: পারিবারিক পদবি: পিতার নাম: মাতার নাম: ছদ্মনামসমূহ:				
ক.২	ঠিকানা/বসবাসের স্থান:	যদি পূর্বের থেকে আলাদা হয় তাহলে সর্বশেষ ঠিকানা এবং বর্তমান ঠিকানা:				
ক.৩	বৈবাহিক অবস্থা:	☐ অবিবাহিত	☐ বিবাহিত	☐ তালাকপ্রাপ্ত	☐ বিধবা	☐ যৌথঅবস্থান
ক.৪	লিঙ্গ	☐ পুরুষ	☐ মহিলা			
ক.৫	যদি মহিলা হন	স্বামীর নাম:				
		☐ গর্ভবতী	☐ শিশু	সন্তান থাকলে কয়টি:		
ক.৬	বয়স	জন্ম তারিখ :		আনুমানিক বয়স:		
ক.৭	জন্মস্থান জাতীয়তা প্রধান ভাষা/মাতৃভাষা					
ক.৮	পরিচিতিজ্ঞাপক তথ্য (মূল বর্ণনা, এনআইডি, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি)	যদি সহজপ্রাপ্য হয় আইডি কার্ডের ফটোকপি সংযুক্ত করুন।				
ক.৯	আঙ্গুলের ছাপ সহজপ্রাপ্য হলে	☐ হ্যাঁ	☐ না	কোথায়:		
ক.১০	পেশা:					
ক.১১	ধর্ম:					

খ. গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

খ.১	যে কারণে বা পরিস্থিতিতে নিখোঁজ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন):	স্থান, তারিখ, সময়, নিখোঁজ হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ, অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত এবং সাক্ষীগণের যারা নিখোঁজ ব্যক্তিকে সর্বশেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছেন) নাম এবং ঠিকানা:		
	এ ঘটনাটি কি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল?	☐ হ্যাঁ	☐ না	কার সাথে/কোথায়:
খ.২	পরিবারের অন্য সদস্য কি নিখোঁজ, যদি হয় তাহলে তারা কি লিপিবদ্ধ/ শনাক্তকৃত (চিহ্নিত)?	নাম, সম্পর্ক এবং অবস্থান তালিকা :		

পরিশিষ্ট-২: নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম (ধারাবাহিক)

নি.ব্য নম্বর/কোড নম্বর: .....

গ. দৈহিক বর্ণনা

গ.১	সাধারণ বর্ণনা (সঠিক বা কাছাকাছি সাদৃশ্যপূর্ণ মাপ বর্ণনা করুন।)	উচ্চতা: (সঠিক/আনুমানিক)	☐খাটো	☐মাঝারি	☐লম্বা	
		ওজন:	☐হালকা-পাতলা	☐মাঝারি	☐মোটা	
গ.২	বিশেষ নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠী গায়ের রং:					
গ.৩	চোখের রঙ:					
গ.৪	মাথার চুল:	রঙ :	দৈর্ঘ্য:	আকৃতি:	☐টাক	☐অন্যান্য
	মুখের চুল:	☐ কিছু নাই	☐মোঁচ আছে	☐দাড়ি আছে	রঙ :	দৈর্ঘ্য:
	শরীরের চুল/লোম	বর্ণনা করুন:				
গ.৫	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: শারীরিক/দৈহিক কান, ভ্রু, নাক, চিবুক, হাত, পা, নখ-এর আকৃতি, অস্বাভাবিকতা/বিকৃতি, অঙ্গহীনতা/অঙ্গচ্ছেদ)	প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ নিন। ছবি ব্যবহার করুন এবং/বা দেহে প্রাপ্ত তথ্যগুলো চিহ্নিত করুন।				
	ত্বকের চিহ্ন (ক্ষতচিহ্ন/কাটাদাগ উল্কি, ছিদ্র, জন্মদাগ, তিল, খৎনা বা মুসলমানি ইত্যাদি)					
	পূর্বের আঘাতসমূহ/অঙ্গচ্ছেদ স্থান, দিক, ভাঙ্গা হাড়, পেজাড়া (যেমন- হাটু) এবং যদি ব্যক্তি বিকলাঙ্গ হন।					
	অন্যান্য প্রধান স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থা অপারেশনস্, রোগব্যধি, ইত্যাদি।					
	সংযোজনসমূহ পেসমেকার, আর্টিফিসিয়াল হিপ, আইইউডি, মেটাল প্লেটস্ বা স্ক্রু বসানো, কৃত্রিম অঙ্গ, স্টেন্টিং করা ইত্যাদি।					
	ঔষধের ধরন (অন্তর্ধানের সময় ব্যবহৃত)					

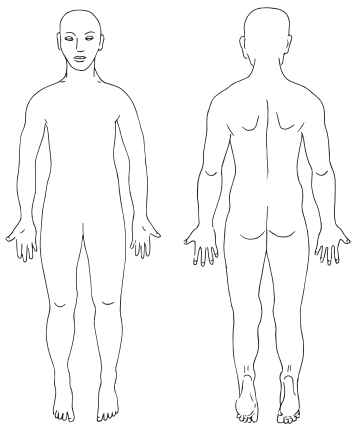

পরিশিষ্ট-২: নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম (ধারাবাহিক)

নি.ব্য নম্বর/কোড নম্বর: .....

গ.৬	দাঁতের অবস্থা অনুগ্রহ করে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন, বিশেষ করে নিচের এই বিষয়গুলোর সাহায্য নিয়ে - দুধ দাঁত স্থায়ী দাঁত হারানো দাঁত ভাঙ্গা দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত বিবর্ণতা/রঙ নষ্ট হয়ে যাওয়া, যেমন-রোগাক্রান্ত হয়েছে, ধূমপান বা অন্যান্য। দাঁতের মধ্যবর্তী ফাঁক, উঁচু-নিচু বা আঁকাবাঁকা (একটির উপর অন্যটি) দাঁত, চোয়ালের প্রদাহ (ফোঁড়া) আবরণ বা আচ্ছাদন (নকশা, ফিলিং ইত্যাদি) অন্য যেকোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দাঁতের চিকিৎসা নিখোঁজ ব্যক্তির দাঁতের কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন কি-না, যেমন- আবরণ (সোনা দিয়ে বানানো দাঁত) রঙ: সোনালি, রুপালি, সাদা ফিলিংস্ (যদি রঙ চেনা যায়, উল্লেখ করন) কৃত্রিম দাঁত (কৃত্রিম দাঁতের সারি)- উপরের বা নিচের ব্রিজ বা দাঁতের অন্যান্য বিশেষ চিকিৎসা, জোর করে তোলা। এছাড়াও নিশ্চিত নয় বিষয়গুলোও উল্লেখ করুন (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিবারের সদস্যগণ জানেন যে, উপরের পাটির বাম দিকের সামনের একটি দাঁত নেই, কিন্তু কোনটি তা নিশ্চিত নন।	যদি সম্ভব হয়, চিত্র ব্যবহার করুন এবং /বা নিচের চার্টে বর্ণিত বিষয়গুলো নির্দেশ করুন। যদি নিখোঁজ ব্যক্তি একজন শিশু হয়, অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন কোন দুধ দাঁতটি উঠেছে, কোনটি পড়ে গেছে এবং কোন স্থায়ী দাঁতটি উঠেছে এবং নিচের চার্টটি ব্যবহার করুন। শিশু/দুধ দাঁত উপর 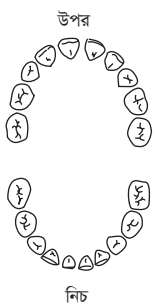 নিচ পূর্ণবয়স্ক/স্থায়ী উপর ডান বাম নিচ

পরিশিষ্ট-২: নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত ফর্ম (ধারাবাহিক)

নি.ব্য নম্বর/কোড নম্বর : .....

ঘ. ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি

ঘ.১	পোশাক-পরিচ্ছদ (শেষ যখন দেখা যায়/বিপর্যয়ের সময় যা পড়া ছিল): পোশাকের ধরণ, রঙ, কাপড়ের প্রকৃতি/গঠন (সুতি, সিল্ক ইত্যাদি) ব্র্যান্ড/কোম্পানির নাম ইত্যাদি; যত বেশি সম্ভব বর্ণনা করুন ।	
ঘ.২	জুতা (শেষ যখন দেখা যায়/বিপর্যয়ের সময় যা পড়া ছিল): ধরণ (বুট, জুতা, স্যান্ডেল) রঙ, কোম্পানির নাম, সাইজ/ মাপ; যত বেশি সম্ভব বর্ণনা করুন ।	
ঘ.৩	চোখের সামগ্রী: চশমা (রঙ, আকৃতি), কন্টাক্ট লেন্স ইত্যাদি; যত বেশি সম্ভব বর্ণনা করুন ।	
ঘ.৪	ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি/জিনিসপত্র: ঘড়ি, জুয়েলারি, ওয়ালেট, চাবি, ফটোগ্রাফ, মোবাইল ফোন (নম্বারসহ), ঔষধ, সিগারেট, ইত্যাদি; যতবেশি সম্ভব বর্ণনা করুন।	
ঘ.৫	পরিচয় জ্ঞাপক তথ্যসমূহ: পরিচয়পত্র, পাশপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিটকার্ড, ভিডিও ক্লাব কার্ড ইত্যাদি। সম্ভব হলে ফটোকপি রাখুন। ধারনকৃত তথ্যগুলো বর্ণনা করুন।	
ঘ.৬	অভ্যাসসমূহ: ধূমপায়ী (সিগারেট, সিগার, পাইপ), তামাক চিবানো, সুপারি চিবানো, মদ্যপান ইত্যাদি। অনুগ্রহ করে পরিমাণসহ বর্ণনা করুন।	
ঘ.৭	চিকিৎসক, চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য/ডাক্তারি রিপোর্ট, এক্স-রে সমূহ: চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, চক্ষু-চিকিৎসক সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন ।	
ঘ.৮	নিখোঁজ ব্যক্তির ছবি: যদি সম্ভব হয় সাম্প্রতিক সময়ের স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল (দাঁত দেখা যায় এমন), সুস্পষ্ট এক বা একাধিক ছবি, সেই সাথে অন্তর্ধানের সময় পরিহিত পোশাকসহ ছবি সংযুক্ত করুন (যদি সম্ভব হয়)।	

দ্রষ্টব্য: এ ফর্মে সংগৃহীত তথ্যসমূহ নিখোঁজ ব্যক্তিকে অনুসন্ধান এবং শনাক্তকরণের সময় ব্যবহার করতে হবে। এর তথ্যসমূহ গোপনীয় এবং বাইরে যে কোনে উদ্দেশ্যে এর কোন অংশ ব্যবহার করতে হলে সাক্ষাৎকারদাতার সুস্পষ্ট অনুমতি প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান এবং তারিখ : .....

সাক্ষাৎকারগ্রহীতার স্বাক্ষর :..... সাক্ষাৎকারদাতার স্বাক্ষর :.....

অনুরোধ সাপেক্ষে, সাক্ষাৎকারগ্রহীতার সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানাসহ এই ফর্মের একটি কপি সাক্ষাৎকারদাতার জন্য সহজলভ্য করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৩: মৌলিক তথ্যের জন্য আনুক্রমিক নম্বরসমূহ

মৌলিক তথ্য সূত্র নম্বরের (স্থান-দল/ব্যক্তির নম্বর) নির্দেশনার জন্য অধ্যায়-৬ দেখুন। যখনই নিচের এই তালিকা ব্যবহার করবেন, একবার ব্যবহৃত হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা এড়াতে ব্যবহৃত প্রতিটি নম্বরে কাটা চিহ্ন (ক্রস) দিন।

০০০১	০০৫১	০১০১	০১৫১	০২০১	০২৫১	০৩০১	০৩৫১	০৪০১	০৪৫১
০০০২	০০৫২	০১০২	০১৫২	০২০২	০২৫২	০৩০২	০৩৫২	০৪০২	০৪৫২
০০০৩	০০৫৩	০১০৩	০১৫৩	০২০৩	০২৫৩	০৩০৩	০৩৫৩	০৪০৩	০৪৫৩
০০০৪	০০৫৪	০১০৪	০১৫৪	০২০৪	০২৫৪	০৩০৪	০৩৫৪	০৪০৪	০৪৫৪
০০০৫	০০৫৫	০১০৫	০১৫৫	০২০৫	০২৫৫	০৩০৫	০৩৫৫	০৪০৫	০৪৫৫
০০০৬	০০৫৬	০১০৬	০১৫৬	০২০৬	০২৫৬	০৩০৬	০৩৫৬	০৪০৬	০৪৫৬
০০০৭	০০৫৭	০১০৭	০১৫৭	০২০৭	০২৫৭	০৩০৭	০৩৫৭	০৪০৭	০৪৫৭
০০০৮	০০৫৮	০১০৮	০১৫৮	০২০৮	০২৫৮	০৩০৮	০৩৫৮	০৪০৮	০৪৫৮
০০০৯	০০৫৯	০১০৯	০১৫৯	০২০৯	০২৫৯	০৩০৯	০৩৫৯	০৪০৯	০৪৫৯
০০১০	০০৬০	০১১০	০১৬০	০২১০	০২৬০	০৩১০	০৩৬০	০৪১০	০৪৬০
০০১১	০০৬১	০১১১	০১৬১	০২১১	০২৬১	০৩১১	০৩৬১	০৪১১	০৪৬১
০০১২	০০৬২	০১১২	০১৬২	০২১২	০২৬২	০৩১২	০৩৬২	০৪১২	০৪৬২
০০১৩	০০৬৩	০১১৩	০১৬৩	০২১৩	০২৬৩	০৩১৩	০৩৬৩	০৪১৩	০৪৬৩
০০১৪	০০৬৪	০১১৪	০১৬৪	০২১৪	০২৬৪	০৩১৪	০৩৬৪	০৪১৪	০৪৬৪
০০১৫	০০৬৫	০১১৫	০১৬৫	০২১৫	০২৬৫	০৩১৫	০৩৬৫	০৪১৫	০৪৬৫
০০১৬	০০৬৬	০১১৬	০১৬৬	০২১৬	০২৬৬	০৩১৬	০৩৬৬	০৪১৬	০৪৬৬
০০১৭	০০৬৭	০১১৭	০১৬৭	০২১৭	০২৬৭	০৩১৭	০৩৬৭	০৪১৭	০৪৬৭
০০১৮	০০৬৮	০১১৮	০১৬৮	০২১৮	০২৬৮	০৩১৮	০৩৬৮	০৪১৮	০৪৬৮
০০১৯	০০৬৯	০১১৯	০১৬৯	০২১৯	০২৬৯	০৩১৯	০৩৬৯	০৪১৯	০৪৬৯
০০২০	০০৭০	০১২০	০১৭০	০২২০	০২৭০	০৩২০	০৩৭০	০৪২০	০৪৭০
০০২১	০০৭১	০১২১	০১৭১	০২২১	০২৭১	০৩২১	০৩৭১	০৪২১	০৪৭১
০০২২	০০৭২	০১২২	০১৭২	০২২২	০২৭২	০৩২২	০৩৭২	০৪২২	০৪৭২
০০২৩	০০৭৩	০১২৩	০১৭৩	০২২৩	০২৭৩	০৩২৩	০৩৭৩	০৪২৩	০৪৭৩
০০২৪	০০৭৪	০১২৪	০১৭৪	০২২৪	০২৭৪	০৩২৪	০৩৭৪	০৪২৪	০৪৭৪
০০২৫	০০৭৫	০১২৫	০১৭৫	০২২৫	০২৭৫	০৩২৫	০৩৭৫	০৪২৫	০৪৭৫
০০২৬	০০৭৬	০১২৬	০১৭৬	০২২৬	০২৭৬	০৩২৬	০৩৭৬	০৪২৬	০৪৭৬
০০২৭	০০৭৭	০১২৭	০১৭৭	০২২৭	০২৭৭	০৩২৭	০৩৭৭	০৪২৭	০৪৭৭
০০২৮	০০৭৮	০১২৮	০১৭৮	০২২৮	০২৭৮	০৩২৮	০৩৭৮	০৪২৮	০৪৭৮
০০২৯	০০৭৯	০১২৯	০১৭৯	০২২৯	০২৭৯	০৩২৯	০৩৭৯	০৪২৯	০৪৭৯
০০৩০	০০৮০	০১৩০	০১৮০	০২৩০	০২৮০	০৩৩০	০৩৮০	০৪৩০	০৪৮০
০০৩১	০০৮১	০১৩১	০১৮১	০২৩১	০২৮১	০৩৩১	০৩৮১	০৪৩১	০৪৮১
০০৩২	০০৮২	০১৩২	০১৮২	০২৩২	০২৮২	০৩৩২	০৩৮২	০৪৩২	০৪৮২
০০৩৩	০০৮৩	০১৩৩	০১৮৩	০২৩৩	০২৮৩	০৩৩৩	০৩৮৩	০৪৩৩	০৪৮৩
০০৩৪	০০৮৪	০১৩৪	০১৮৪	০২৩৪	০২৮৪	০৩৩৪	০৩৮৪	০৪৩৪	০৪৮৪
০০৩৫	০০৮৫	০১৩৫	০১৮৫	০২৩৫	০২৮৫	০৩৩৫	০৩৮৫	০৪৩৫	০৪৮৫
০০৩৬	০০৮৬	০১৩৬	০১৮৬	০২৩৬	০২৮৬	০৩৩৬	০৩৮৬	০৪৩৬	০৪৮৬
০০৩৭	০০৮৭	০১৩৭	০১৮৭	০২৩৭	০২৮৭	০৩৩৭	০৩৮৭	০৪৩৭	০৪৮৭
০০৩৮	০০৮৮	০১৩৮	০১৮৮	০২৩৮	০২৮৮	০৩৩৮	০৩৮৮	০৪৩৮	০৪৮৮
০০৩৯	০০৮৯	০১৩৯	০১৮৯	০২৩৯	০২৮৯	০৩৩৯	০৩৮৯	০৪৩৯	০৪৮৯
০০৪০	০০৯০	০১৪০	০১৯০	০২৪০	০২৯০	০৩৪০	০৩৯০	০৪৪০	০৪৯০
০০৪১	০০৯১	০১৪১	০১৯১	০২৪১	০২৯১	০৩৪১	০৩৯১	০৪৪১	০৪৯১
০০৪২	০০৯২	০১৪২	০১৯২	০২৪২	০২৯২	০৩৪২	০৩৯২	০৪৪২	০৪৯২
০০৪৩	০০৯৩	০১৪৩	০১৯৩	০২৪৩	০২৯৩	০৩৪৩	০৩৯৩	০৪৪৩	০৪৯৩
০০৪৪	০০৯৪	০১৪৪	০১৯৪	০২৪৪	০২৯৪	০৩৪৪	০৩৯৪	০৪৪৪	০৪৯৪
০০৪৫	০০৯৫	০১৪৫	০১৯৫	০২৪৫	০২৯৫	০৩৪৫	০৩৯৫	০৪৪৫	০৪৯৫
০০৪৬	০০৯৬	০১৪৬	০১৯৬	০২৪৬	০২৯৬	০৩৪৬	০৩৯৬	০৪৪৬	০৪৯৬
০০৪৭	০০৯৭	০১৪৭	০১৯৭	০২৪৭	০২৯৭	০৩৪৭	০৩৯৭	০৪৪৭	০৪৯৭
০০৪৮	০০৯৮	০১৪৮	০১৯৮	০২৪৮	০২৯৮	০৩৪৮	০৩৯৮	০৪৪৮	০৪৯৮
০০৪৯	০০৯৯	০১৪৯	০১৯৯	০২৪৯	০২৯৯	০৩৪৯	০৩৯৯	০৪৪৯	০৪৯৯
০০৫০	০১০০	০১৫০	০২০০	০২৫০	০৩০০	০৩৫০	০৪০০	০৪৫০	০৫০০

নোট: প্রয়োজনে (মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হলে) উপর্যুক্তভাবে ৯৯৯৯ পর্যন্ত আনুক্রমিক নম্বরগুলো কাগজে লিখে/ কম্পিউটার কম্পোজ করে মৃতদেহের মৌলিক নম্বর দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-৪: বডি ইনভেনটরি সিট বা পরিসংখ্যান বিবরণী

দেহ আই ডি নম্বর	উদ্ধার		সংরক্ষণ		সংরক্ষিত তথ্য		চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (দৃষ্টিগ্রাহ্য/দেখা যায় এমন)				মন্তব্য
	তারিখ	স্থান	তারিখ	জায়গা	মৃতদেহ শনাক্তকরণ ফর্ম	ছবিসমূহ	লিঙ্গ	বয়স	প্রতিবন্ধি তা সম্পর্কে তথ্য	আনুমানিক পরিচয়	
					হ্যাঁ না	হ্যাঁ না	হ্যাঁ না	ম-মহিলা প-পুরুষ অ-অজানা	I-নবজাতক C- শিশু A_1 বয়ঃসন্ধি A_2- বয়স্ক E- বৃদ্ধ	D- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	

পরিশিষ্ট-৫: দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ উদ্ধার এবং নিখোঁজ ব্যক্তির প্রতিবেদন

জেলার নাম	উপজেলার নাম	সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড/পৌরসভার নাম/ ক্যান্টনমেন্টে বোর্ডের নাম/ইউনিয়নের নাম	মৃত/নিখোঁজ ব্যক্তির নাম (যদি থাকে)	মৃত/নিখোঁজ ব্যক্তির পিতার নাম (যদি থাকে)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে)	মৃত দেহের আইডি নম্বর
১	২	৩	৬	৭	৮	৯

পরিশিষ্ট-৬: সহায়ক গ্রন্থ এবং প্রকাশনাসমূহ

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

২. Standing Orders on Disaster 2010

৩. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (কমিটি গঠন ও কার্যাবলি) বিধিমালা ২০১৫

৫. The Right to the Information Act, 2009

৬. The Inland Shipping Ordinance, 1976

৭. The Criminal Procedure Code, 1898

৮. The Penal Code, 1860

৯. Management of the Dead Bodies after Disasters. A Field Manual for First Responders.

১০. de Ville de Goyet, Claude, 2004. Epidemics caused by dead bodies: a disaster myth that does not want to die. Rev Panam Salud Publica 15(5):297-299. Available at: http://publications.paho.org/english/editorial_dead_bodies.pdf

১১. ICRC, 2004. Operational Best Practices Regarding the Management of Human Remains and Information on the Dead by Non-Specialist. Available at: www.icrc.org

১২. ICRC, 2003. Report: The Missing and Their Families. Available at: www.icrc.org

১৩. INTERPOL(DVI). Guide on Disaster Victim Identification. Available at: www.interpol.int/public/DisasterVictim/Guide

১৪. Morgan O.2004. Infectious disease risks of the dead bodies following natural disasters. Rev Panam Salud Publica. 15(5):307-12. Available at: http://publications.paho.org/english/dead_bodies.pdf

১৪. Morgan OW, Sribanditmongkol P, Perera C, Sulasmi Y, Van Alphen D, al. (2006) Mass Fatality Management Following the South Asian Tsunami Disaster: Case Studies in Thailand, Indonesia and Sri Lanka. PLoS Med 3(6): e195. Available at: www.plosmedicine.org

১৬. Pan American Health Organization. 2004. Management of Dead Bodies in Disaster Situations. Washington, DC., ISBN 92-75-12529-5 (English); ISBN 92-75-32529-4 (Spanish). Available at: http://publications.paho.org/english/index.cfm

পরিশিষ্ট-৭:

নির্দেশিকাটির তথ্য উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ

১. প্যান অ্যামেরিকান হেলথ্ অর্গানাইজেশন, রিজিওনাল অফিস ফর দ্য অ্যামেরিকাস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (PAHO/WHO), এরিয়া অন ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড ডিজাস্টার রিলিফ; বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন : www.paho.org/disasters

২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা: দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন/বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র স্বাস্থ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ-

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-র অভ্যন্তরীণ দুর্যোগ বিভাগের স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো- প্রতিরোধযোগ্য জীবনহানি, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং দুর্যোগ-প্রবণ এবং দুর্যোগ-ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অসমর্থতাকে হ্রাস করা বা কমানো। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সুশীল সমাজ, অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং এনজিওগুলোর সাথে দুর্যোগে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দিকগুলো নিয়ে কাজ করে। দুর্যোগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো-

- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অপুষ্টি ও তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদাগুলোর পরিমাণ নির্ণয়, অপুষ্টি ও মৃত্যুর মূল কারণ শনাক্ত করা;
- সদস্য দেশসমূহকে স্বাস্থ্য কার্যক্রমগুলো সমন্বিত করতে সহযোগিতা করা;
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাড়াদানে এই সঙ্কটপূর্ণ শূন্যতা দ্রুত চিহ্নিত ও পূরণ করা;
- প্রস্তুতি ও সাড়াদানের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামর্থ্য নির্মাণ ও সংশোধন;
- কোন নতুন ও জটিল রোগের কারণ নির্ণয় ও তার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মহামারীতে সাড়াদান, কারিগরি সহযোগিতা, নিরাপত্তা সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনায় একসাথে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতায় নিয়োজিত। এটি স্বাস্থ্য সঙ্কটে সাড়াপ্রদানকারী অন্যান্য ইউএন সংস্থাগুলো (ক্রমানুসারে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ চিলড্রেনস্ ফান্ড, ইউনাইটেড ন্যাশনস্ পপুলেশনস্ ফান্ড, ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ইউনাইটেড ন্যাশনস্ হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস্, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম)-এর কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। কান্ট্রি অফিস, রিজিওনাল অফিস বা হেড অফিস যেটাই হোক না কেন, দুর্যোগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্য কার্যক্রম হল তথ্য ও সেবা প্রদান এবং কার্যক্রমের মান ও প্রক্রিয়ায় একমত হতে পার্টনারদের একত্রিত করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন: www.who.int/hac/en

৩. ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস (আইসিআরসি)

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস (আইসিআরসি) একটি পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সংস্থা, যার বিশেষ মানবিক লক্ষ্যই হল দুর্যোগ, সশস্ত্র-সংঘাত ও অন্যান্য সহিংসতাজনিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন ও আত্মমর্যাদা রক্ষা এবং সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা। এর মধ্যে রয়েছে:

- যুদ্ধবন্দীদের পরিদর্শন এবং নিরাপত্তা বন্দীদের (Security Detainees) পরিদর্শন করা;
- যুদ্ধ ও দুর্যোগে নিখোঁজ ব্যক্তিদের অনুসন্ধান;
- পরিবারের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সদস্যদের মধ্যে বার্তাবিনিময়;
- বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোর পুনর্মিলন;

- ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নিরাপদ পানি, খাদ্য ও চিকিৎসা সহযোগিতা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তোলা;
- আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি সমর্থন যাচাই;
- আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উন্নয়নে অংশগ্রহণ।

১৮৬৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট-এর কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আইসিআরসি-র যাত্রা শুরু হয়। আইসিআরসি, সশস্ত্র-সংঘাত ও অন্যান্য সহিংসতাজনিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক কার্যক্রমগুলো রেডক্রস/রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত ও সমন্বিত করে। সেই সাথে আইসিআরসি-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও সর্বজনীন মানবিক নীতিমালাগুলোকে প্রচার ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্ভোগ প্রতিরোধ করা।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন: www.icrc.org

৪. ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ্ (IFRC Society) ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংস্থা, যা জাতীয়তা, জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণি বা রাজনৈতিক মতবাদগুলোতে কোন রকম পার্থক্য বা বৈষম্য না করেই সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশনের আছে ১৯০টি রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদস্য। জেনেভায় মহাসচিবের সদর দফতর এবং বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ৬০টির বেশি ডেলিগেশনস্ কৌশলগতভাবে অবস্থানরত। এখানে আরো সোসাইটি গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। অনেক ইসলামিক দেশসমূহে রেড ক্রসের পরিবর্তে রেড ক্রিসেন্ট ব্যবহৃত হয়। ফেডারেশন-এর লক্ষ্য মানবিক শক্তিকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে অসহায় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। অসহায় বলতে সে সকল জনগণকেই বোঝায় যারা পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত মারাত্মক ঝুঁকিগ্রস্ত যা তাদের বেঁচে থাকার জন্য হুমকিস্বরূপ, অথবা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদার সাথে গ্রহণযোগ্য একটি স্তরে বাস করার সামর্থ্য। প্রায়শই এরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, আর্থ-সামাজিক জটিলতায় দরিদ্র, শরণার্থী এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ফেডারেশন ত্রাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং এর সদস্য ন্যাশনাল সোসাইটিজ এর দক্ষতাকে আরো বেগবান করে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে এই কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করে। ফেডারেশনের কার্যাবলি চারটি মূল ক্ষেত্রকে বিবেচনা করে:

- মানবিক মূল্যবোধগুলো প্রচার করা;
- দুর্যোগ সাড়াপ্রদান;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি; এবং
- স্বাস্থ্য ও কমিউনিটির তত্ত্বাবধান।

ফেডারেশনের মূল শক্তি ন্যাশনাল সোসাইটিজ-এর মৌলিক সুবিস্তৃত পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা-যা বিশ্বের প্রায় সকল দেশজুড়ে বিস্তৃত। জাতীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সর্বাত্মক চাহিদাগুলোতে সহায়তায় ফেডারেশনকে ব্যাপক সম্ভাবনা প্রদান করে। স্থানীয় পর্যায়ে, এই পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ফেডারেশনকে স্বতন্ত্র কমিউনিটিগুলোতে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয়। ফেডারেশন, জাতীয় সংস্থাগুলো এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস এর সাথে একত্রে ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট-এর কার্যক্রমকে উপস্থাপন করে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুনঃ www.ifrc.org

Back Inner White

ICRC

www.icrc.org/bd

©ICRC 2016